বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>017 >>29 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১৭ >> << ২৯শে, আশ্বিন ১৪৩০>>

এখনও ইসরাইলহামাস যুদ্ধের আরও ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো সম্ভব, বলছে ইরান

তেহরান ঃ ইরান শনিবার জানিয়েছে, এখনো হামাস জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে ইসরাইলের যুদ্ধ পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি প্রতিহত করা সম্ভব। তবে দেশটি সতর্ক করে, এ ধরনের উদ্যোগের সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন আমিরাবদোল্লাহিয়ান এই বক্তব্য দেন। ঠিক এক সপ্তাহ আগে শত শত সশস্ত্র হামাস যোদ্ধা গাজা থেকে ইসরাইলে অনুপ্রবেশ করে অন্তত ১ হাজার ৩০০ মানুষকে হত্যা করে, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক। এরপর থেকেই ইসরাইল গাজায় হামাসের নানা লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, এই প্রতিশোধমূলক হামলায় ২ হাজার ২০০র বেশি মানুষ মারা গেছে। বাগদাদ ও দামেস্কে যাত্রাবিরতির পর বৈরুতে আয়োজিত এক সংবাদসম্মেলনে আমিরাবদোল্লাহিয়ান বলেন, 'এখনও এ অঞ্চলে সংকটের বিস্তার ঠেকানোর রাজনৈতিক সুযোগ রয়েছে।' তবে, হয়তোবা আগামী কয়েক ঘণ্টা পরই বেশি দেরি হয়ে যাবে, বলেন তিনি। তিনি সতর্ক করেন, ইরানপন্থী জঙ্গিরা সব ধরনের পরিস্থিতি যাচাই করেছে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছে। গুলি ছোড়ার জন্য তাদের আঙ্গুল বন্দুকের ট্রিগারেই রয়েছে। যদিও দীর্ঘদিন ধরে তেহরান গাজার শাসক হামাসকে সমর্থন দিয়েছেআর্থিক ও সামরিক, তবু ইরান এই গোষ্ঠীর ইসরাইলের বিরুদ্ধে হামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

বাজার দর

SENSEX : 66166.93 -115.81
NIFTY : 19731.75 -19.30

রাঁচি PARA UPDATE

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	29.00 °c	20.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .21 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .46 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ফিলিস্তিনিআমেরিকানরা গাজায় তাদের পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিয়ে উদবিগ্ন

মায়ামিঃ অনেক ফিলিস্তিনি আমেরিকান অসহায়ত্ব ও নিরাশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, কারণ তারা অনেক কষ্ট করেও গাজায় বসবাসরত আপনজনদের কোনো সংবাদ পাচ্ছেন না। গাজায় জ্বালানি ও পানি স্বল্পতা রয়েছে। একেবারেই নেই কোনো বিদ্যুৎ। এ ছাড়া, গাজার উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের জোর করে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে গাজায় বেসামরিক ব্যক্তিদের জন্য ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও পাঠানো প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে চলে গেছে। ইসরাইল বেশ কয়েকদিন ধরে গাজায় বোমাবর্ষণ অব্যাহত রেখেছে। গত সপ্তাহান্তে হামাসের হামলায় ১ হাজার ৩০০ ইসরাইলি নাগরিক নিহতের প্রতিক্রিয়ায় এই হামলা চলছে এবং একইসঙ্গে স্থল হামলার হুমকিও দিয়েছে দেশটি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক শনিবার জানায়, এই যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় গত বেশ কয়েকদিনে ১ হাজার ৯০০ এর চেয়েও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ৭২৪ শিশু ও ৪৫৮ নারী রয়েছে। এই মানবিক সংকটের মাঝে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তবে এ সপ্তাহের আগেও ফিলিস্তিনি আমেরিকানদের জন্য গাজায় গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার বিষয়টি ছিল দীর্ঘ, ক্লান্তিকর ও জটিল। গাজার বেশিরভাগ বাসিন্দা কখনোই এই অঞ্চল ছেড়ে যেতে পারেন না। মাত্র ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ গাজা উপত্যকায় প্রায় ২৩ লাখ মানুষের বসবাস। এ অঞ্চলটি এখন কার্যত অন্ধকারে ডুবে আছে। ইসরাইল একে অবরুদ্ধ করে রাখায় সেখানে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো আগের চেয়েও অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। যার ফলে, গাজায় যাদের পরিবারের সদস্যরা বসবাস করছেন, তাদের দূরে থেকে আপনজনদের সামান্য নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সংগ্রাম করতে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার থাকছে না। তারা নিজেদের একেবারেই অসহায় ভাবছেন। অসংখ্য ফিলিস্তিনি আমেরিকানের গল্পটা তাদের না পূরণ হওয়া আকাঙ্ক্ষা, ক্ষতি ও ইতিহাস মুছে যেতে দেখার গল্প। ফিলিস্তিনি পরিবারগুলোর শরণার্থীতে পরিণত হওয়ার ইতিহাস খুব বেশিদিন আগের নয়। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের পর সেখান থেকে গণহারে ফিলিস্তিনি গাজায় চলে আসার কারণে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা এতো বেশি।

হামাস মানে ফিলিস্তিন নয়, জানালেন প্রেসিডেন্ট আব্বাস

ফিলিস্তিন ঃ হামাসের কার্যকলাপ মানে না ফিলিস্তিন, জানালেন সেখানকার প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস।

হামাসের থেকে দূরত্ব তৈরি করলেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। তিনি বলেছেন, ''হামাস যা করে তা ফিলিস্তিনের মানুষের মানসিকতা নয়।'' ফিলিস্তিনের সংবাদসংস্থা একথা রোববার প্রকাশ করেছে। এখানেই শেষ নয়, তিনি বলেছেন, ফিলিস্তিনের মানুষ ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলওকে মর্যাদা দেয়। তারাই ফিলিস্তিনের মানুষের প্রতিনিধি। হামসা নয়। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে ফোনে গাজা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সময় এই মন্তব্য করেছোন তিনি। গাজা স্ট্রিপে ক্ষমতার কেন্দ্রে হামাস। কিন্তু পিএলওর সঙ্গে হামাসের সাপেনেউলে সম্পর্ক। তবে গাজায় ইজরায়েলের আক্রমণ শুরু হওয়ার পরেও পিএলও এই অবস্থান নেবে, তা অনেকেই ভাবেননি।

এদিকে গত শুক্রবারই গাজা সীমান্তে বিপুল সেনা জড়ো করেছিল ইসরায়েল। তারা জানিয়েছিল, কয়েকঘণ্টার মধ্যে উত্তর গাজা খালি করে দিতে হবে সমস্ত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের। যদিও শুক্রবার শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ, উত্তর গাজা ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় একটি উদ্বাস্তু কনভয়ের উপর রকেট হামলা হয়েছে। তাতে বেশ কিছু মানুষের মৃত্যু হয়। ইসরায়েল অবশ্য জানিয়েছে, রোববার পর্যন্ত পুরোদস্তুর স্থল অভিযান তারা শুরু করেনি। জাতিসংঘের সংস্থা জানিয়েছে, গাজা থেকে ১০ লাখ মানুষকে নিজের বাসভূমি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে যেতে হয়েছে। এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফের একবার ইসরায়েলের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারা জানিয়েছে, এক সপ্তাহ আগে হামাস যে আক্রমণ চালিয়েছিল, হামাস তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। হামাসের হাতে আটক সমস্ত পণবন্দির নিঃশর্ত মুক্তির আবেদন জানিয়েছে। যদিও অসরাকারি সূত্রের দাবি, হামাস দাবি করেছে, ইসরায়েলের হামলায় পণবন্দিদের মৃত্যু হয়েছে। ফলে তাদের এখন আর মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। ইসরায়েল আগেও এই একই কথা জানিয়েছে।

অ্যামেরিকায় একজন ৭১ বছর বয়সি বৃদ্ধ একটি বাচ্চা ও তার মাকে ছুরি মারে। বাচ্চাটি মারা গেছে। তার মায়ের অবস্থা সংকটজনক। পুলিশ জানিয়েছে, ইসরায়েল ও হামাসের সংঘাতের পর এই হেট ক্রাইম হয়েছে। বাচ্চাটিকে ২৬ বার ছুরি মেরেছিল ওই বৃদ্ধ।

ইসরাইলহামাস যুদ্ধে মানুষের দুর্দশায় রেড ক্রস 'মর্মাহত'

গাজা ঃ শনিবার রেড ক্রস বলেছে, হামাস ও ইসরাইলের মধ্যকার যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট মানবিক দুর্দশায় তারা মর্মাহত। তাদের স্বেচ্ছাসেবকরা যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের পরিত্যাগ করবে না বলেও জানায় তারা। তাদের এক বিবৃতিতে, উভয় পক্ষকেই আন্তর্জাতিক মানবিক আইন মেনে চলা, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং মানবিক সংস্থাগুলোকে ক্রমবর্ধমান দুর্ভোগ লাঘব করার সুযোগ দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। ইসরাইলের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলার এক সপ্তাহ পর হামাসের বিরুদ্ধে স্থল আক্রমণের পরিকল্পনা করে তারা। এর আগে উত্তর গাজা উপত্যকা খালি করার জন্য ইসরাইল সতর্কবার্তা জারি করে। এর পর শনিবার হাজার হাজার ফিলিস্তিনি আশ্রয় চাইতে শুরু করে। রেড ক্রসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহের ইসরাইলে বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলায় ক্ষতির তুলনা হয় না যদিও, তবুও গাজায় এই অন্যায্য সীমাহীন ধ্বংসযজ্ঞও চালানোর কোন যৌক্তিকতা নেই। তারা বলেন, গাজা থেকে সরে যাবার আহ্বানে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা সেখান থেকে সরে যেতে এবং যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তাদের রক্ষা করতে হবে যাতে তারা অন্যদের রক্ষা করতে পারে। রেড ক্রস মুভমেন্টের উভয় শাখার প্রধান আইএফআরসির জগন চাপাগাইন এবং আইসিআরসির রবার্ট মার্ডিনি এই যৌথ বিবৃতি জারি করেছেন। হামাস জঙ্গিরা ইসরাইলের ওপর হামলায় ১,৩০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নিতে ইসলামী গোষ্ঠীটিকে লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমা হামলা শুরু করে ইসরাইল , যার কারণে গাজায় ২২০০রও বেশি লোক নিহত হয়। অবরুদ্ধ গাজায় যদি তীব্র লড়াই শুরু হয় তবে সেখানে বেসামরিক নাগরিকদের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। রেড ক্রস প্রধানরা বলেন, সব দিক থেকেই মানুষের দুর্ভোগ বিধ্বংসী এবং আন্তর্জাতিক মানবিক আইনে ব্যথা ও দুর্ভোগের কোনো শ্রেনীবিন্যাস হয় না। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প

কাবুল (এজেন্সী) ঃ আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে রবিবার এক জোড়া শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এক সপ্তাহের আগের ভয়াবহ ভূমিকম্পে জর্জরিত হেরাত প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভোরে ২০ মিনিটের ব্যবধানে ৬ দশমিক ৩ ও ৫ দশমিক ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে, যার কেন্দ্র হেরাতের বাইরে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবিবারের ভূমিকম্পে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বাদঘিস ও ফারাহও কেঁপে উঠে। এতে অন্তত দুইজন নিহত এবং ১০০ জনেরও বেশি লোককে হেরাতের প্রধান হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানকার বাসিন্দা এবং স্থানীয় কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, প্রথম ভূমিকম্পের পরেই পুরো প্রদেশ জুড়ে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইরান সীমান্তবর্তী আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে গত ৭ অক্টোবর ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার পর থেকে বেশ কয়েকটি বড় ধরনের ভূমিকম্প ও আফটার শক হয়েছে। জাতিসংঘ শনিবার তাদের সর্বশেষ পরিস্থিতি প্রতিবেদনে বলেছে, কয়েক দশকের মধ্যে আফগানিস্তানে আঘাত হানা সবচেয়ে মারাত্মক দুর্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল পূর্ববর্তী ভূমিকম্প। এতে বেশ কয়েকটি গ্রাম পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রায় ১,৪০০ মানুষ নিহত হয়। এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নারী ও মেয়ে ।আরও অনেকে আহত হয়েছে বলেও জানা যায়। ইউনিসেফ জানিয়েছে, নিহতদের ৯০ শতাংশের বেশি নারী ও শিশু। দুর্যোগ এলাকা জুড়ে প্রায় ৩২০০ পরিবার বা কমপক্ষে ১৯ হাজার ব্যক্তি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা শুক্রবার ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ডলারের একটি মানবিক আবেদন শুরু করেছে যাতে আসন্ন তীব্র শীতের আগে খোলা জায়গায় থাকা মানুষের আশ্রয়, তাপ এবং উষ্ণ কাপড় সরবরাহ করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা আফগান ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে ২ কোটি ডলার মানবিক সহায়তা ঘোষণা করেছে। আফগান কর্মকর্তারা বলছেন, চীন, ইরান, তুরস্ক ও সৌদি আরবসহ দেশটির নিকটতম প্রতিবেশী ও আঞ্চলিক দেশগুলো ইতোমধ্যে ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে এবং নগদ অনুদানের অঙ্গীকার করেছে। বছরের পর বছর ধরে চলা যুদ্ধ এবং দীর্ঘস্থায়ী খরায় সৃষ্ট এই দুর্যোগ দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে ইতিমধ্যে ভয়াবহ মানবিক সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে।

আশঙ্কা ২০২২ সালের তুলনায় এ বছর প্রথম নয় মাসেই আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩২ ভাগ বেড়েছে

আশ্রয়প্রার্থী ও বাজেট সংকটের চাপে জার্মানি

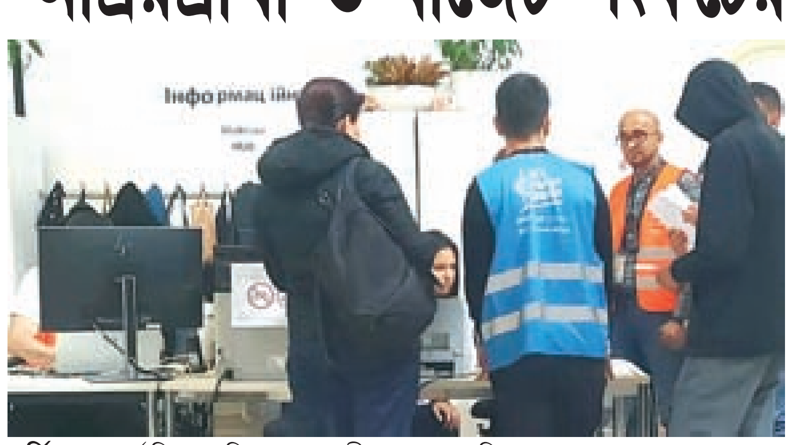

বার্লিন ঃ জার্মানিতে অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, কিন্তু বিপরীতে তাদের জন্য বরাদ্দ কমছে। দেশের বড় একটা অংশ মনে করছে, গত আট বছরে খুব বেশি অভিবাসনপ্রত্যাশী নিয়ে ফেলেছে জার্মানি, যা নিয়ে তারা খুব উদ্বিগ্ন।

জার্মানিতে চলে এলেও এখনো থাকার বৈধ অধিকার না পাওয়া মানুষদের জন্য অর্থ বরাদ্দ যে কমানো হয়েছে তা সরকারি পর্যায় থেকেও স্বীকার করা হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের জন্য এ খাতে ১৭০ কোটি ইউরো (১৭৯ কোটি ডলার) দিয়েছে ওলাফ শলৎসের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। মূলত অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আবাসন, খাদ্য এবং একীভূতকরণের কাজে ব্যয়ের জন্য দেশের পৌর কর্তৃপক্ষগুলোকে দেয়া এ অর্থ নিয়ে ইতিমধ্যে হতাশা প্রকাশ করেছেন জার্মানির শহর এবং পৌরসভা সংক্রান্ত অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান জার্ড লান্ডসবার্গ। দৈনিক হান্ডেলসব্লাটকে তিনি বলেন, বরাদ্দ করা অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। তার মতে, সংকট নিরসন করতে হলে,'' আরো নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে হবে, (অভিবাসনপ্রত্যাশীদের) 'সীমাবদ্ধতা' বাড়াতে হবে, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে) ন্যায্যভাবে ভাগ করে দিতে হবে এবং নগর কর্তৃপক্ষগুলোর জন্য এ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ দিতে হবে।''

জার্মানির বিভি্ন্ন শহরে আবার অভিবাসনপ্রত্যাশীর চাপ বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি মাঠ পর্যায়ে যাচাই করে দেখতে রাজধানী বার্লিনে যায় ডয়চে ভেলে। বার্লিনের সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের সচিব আজিক বোৎসকুর্ট জানান, ২০২২ সালের তুলনায় এ বছর প্রথম নয় মাসেই আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩২ ভাগ বেড়েছে। তিনি জানান, ২০২২ সালের ১২ মাসে যেখানে এসেছিল মোট নয় হাজার, এবার প্রথম নয় মাসে্ই সেই সংখ্যাটা প্রায় ১৩ হাজার ছুঁয়েছে। বার্লিন রাজ্য শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (আইএএফ)-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান আজিজ বোৎসকুর্ট অবশ্য ২০১৫-এর মতো ভয়াবহ পরিস্থিতি এখনো হয়নি বলে চলমান পরিস্থিতিকে অনেকটা মন্দের ভালো বলেই মনে করছেন। ওই সময়ে শুধু বার্লিনে আশ্রয় নিয়েছিল সিরিয়া এবং আফগানিস্তান থেকে আসা প্রায় ৩৩ হাজার শরণার্থী। সম্প্রতি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, তারা মনে করেন, আশ্রয়প্রার্থী যে হারে বাড়ছে তাতে পরিস্থিতি ক্রমশ খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আজিজ বোৎসকুর্ট ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''(আশ্রয়প্রার্থীদের বিষয়) আমার সংস্থা যে চাপে রয়েছে তা অস্বীকার করবো না। পরিস্থিতি বেশ কঠিন।'' সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষায় আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে জার্মান নাগরিকদের একাংশ তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন।

ফোকাস ম্যাগাজিনের জন্য চিভে জরিপ সংস্থার করা এক সমীক্ষায় ৮৯ ভাগ মানুষ আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অপরাধকর্মে জড়ানো আশ্রয়প্রার্থীদের দ্রুত দেশে পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। সমীক্ষায় অংশ নেয়া ৭৮ ভাগ মানুষ বলেছেন, ২০১৫ সাল থেকে খুব বেশি শরণার্থী গ্রহণ করছে জার্মানি।

আজিজ বোৎসকুর্ট জানান, সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি মনে করেন, প্রয়োজনে ২০০৯ সালে যে ঋণ গ্রহণের আইন করা হয়েছিল, তা বিবেচনায় নিয়ে হলেও বরাদ্দ বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। তা কি আদৌ সম্ভব? জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস সমাধানের উপায় খুঁজতে বিরোধী দলনেতা, সিডিইউ চেয়ারম্যান ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎসএর সঙ্গে কথা বলতে চান। আলোচনায় বসার জন্য ম্যার্ৎসকে ইতিমধ্যে আমন্ত্রণও জানিয়েছেন তিনি।

কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াই যেন কাল হয়ে উঠেছিল নববধূর

মালদা ঃ কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াই যেন কাল হয়ে উঠেছিল নববধূর।আবার মেয়ে হওয়ার আশঙ্কায় পাঁচ মাসের অন্তসত্ত্বা গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। প্রথমদিকে,দেহটি পোস্টমর্টেম না করিয়ে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল শ্বশুর বাড়ির লোকেরা।খবর জানাজানি হতেই পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।পোস্টমর্টেম করার পর ওই গৃহবধূর মৃতদেহটি তার বাপের বাড়ির হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জোরপূর্বক মাটি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিযুক্ত শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে।যদিও সমস্ত ঘটনা হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত আকারে দায়ের করা হয়েছে বলেজানা গেছে।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শাশুড়ি সুলতানা খাতুন ও ননদ মুসকান খাতুন পলাতক রয়েছেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,বছর তিনেক আগে কাঁটিহার জেলার আজিম নগর থানার চান্দপুর গ্রামের বাসিন্দা নাজির আলমের মেয়ে রেশমা খাতুন(২২)এর বিয়ে হয় বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দা নুরুল আলির ছেলে সুভান আলির সঙ্গে।বিয়ের সময় মেয়ের বাবা নাজির আলম সাধ্যমতো দামী সামগ্রী ও যৌতুক দিয়েছিলেন। তবে পাত্র পক্ষ আরো দুই লক্ষ টাকা দাবি করেছিল।কিন্তু পরিযায়ী শ্রমিক বাবার পক্ষে ওই টাকা দেওয়া সম্ভব হয়নি।বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের জন্য রেশমার উপর চলত অত্যাচার,এমনটাই অভিযোগ পরিবারের।বিয়ের বছর খানেক পর রেশমার কোলে আসে এক কন্যা সন্তান।কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ায় খুশি হয়নি শ্বশুর বাড়ির পরিবার।অভিযোগ,তারপর থেকেই গৃহবধূর ওপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা।জুটত লাঞ্ছনা বঞ্চনা। শুধু তাই নয়,ওই গৃহবধূকে বাবার বাড়ি থেকে দুই লক্ষ টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেন স্বামী ও শ্বশুর।টাকা না নিয়ে আসলে তার পরিনতি হবে মারাত্মক বলে হুমকি দিতেন শ্বশুরবাড়ি লোকেরা।পরিশেষে মৃত্যু হয় গৃহবধূর।রেশমার মা জাকেরা খাতুন বলেন,মুসলিম শরিয়ত মতে তিন বছর আগে তার মেয়ের বিয়ে হয় বাংরুয়া গ্রামে।বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে বাইক, আসবাবপত্র, গয়না ও নগদ অর্থ দিয়েছিলেন ছেলেকে।দেড় বছর আগে মেয়ের কন্যা সন্তান হয়েছে।মেয়ের পুত্র সন্তান না হয়ে কেন কন্যা সন্তান হল?এই জন্য স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করতো।তার মেয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে নিয়েছিল।এরই মাঝে তার মেয়ে আবার পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার আশঙ্কায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্বামী,শ্বশুর ও দেওয়রের ষড়যন্ত্রে আমার মেয়েকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছে শাশুড়ি ও ননদ।'এই মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত তদন্ত চেয়ে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেছেন মেয়ের পরিবার।পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছেন।এদিকে মৃতদেহ পুনরায় কবর থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাপের বাড়ির এলাকায় শেষকৃত্য করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবেন ওই গৃহবধূর মা বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে অংশ নিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়

জলপাইগুড়ি ঃ প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিতে অংশ নিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়।শনিবার সকালে ঝাড়ু কোদাল হাতে নিয়ে শহরের বাবুপাড়া এলাকায় করলা নদীর ঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নেমে পড়েন তিনি।প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে পালন করা হচ্ছে সেবা পক্ষ। জলপাইগুড়ি শহরে ঝাড়ু কোদাল হাতে সাফাই অভিযানে নামলেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে প্রতি বছর সেবা পক্ষ পালন করা হয় বিজেপির পক্ষ থেকে।শনিবার দুর্যোগ আবহাওয়ার মধ্যেই সাফাই অভিমানে নামেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। বিজেপি নেতাদের সঙ্গে নিয়ে এদিন জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়া এলাকায় সাফাই অভিযান চালান সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়। সাংসদ বলেন, শহরের নোংরা আবর্জনা ভালো করে সাফ করা হচ্ছে না। এজন্য আমরা আজ এই এলাকা সাফাই করলাম।

পর্যটন মরশুমে দার্জিলিংয়ের কাছে ফের লাইনচ্যুত হলো টয়ট্রেন

শিলিগুড়ি ঃ পর্যটন মরশুমে দার্জিলিংয়ের কাছে ফের লাইনচ্যুত হলো টয়ট্রেন।আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। শনিবার সকালে ঘুম স্টেশন থেকে দার্জিলিংয়ের দিকে যাচ্ছিল জয়রাইড। মাঝপথে সেটি লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। টয়ট্রেনে বেশ কয়েকজন পর্যটক ছিলেন। যদিও ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। যাত্রীরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে এদিন ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েন তাঁরা।এদিকে এদিন সকাল থেকে উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায়ও বৃষ্টি শুরু হয়েছে।আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, রবিবার থেকে হালকা বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে উত্তরের জেলাগুলিতে। মঙ্গলবার থেকে ফের একবার ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পার্বত্য এলাকায়। এদিন খবর পেয়ে ঘটাস্থলে পৌঁছায় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ। বৃষ্টির মধ্যেই ট্রেনটিকে ফের লাইনে তুলে যাত্রা শুরু করা হয়েছে।

ভারতের গর্ব তথা শিলিগুড়ি রত্ন রিচা ঘোষকে সংবদ্ধিত করলেন ইন্ডিয়ান ওয়েল

শিলিগুড়ি ভারতের গর্ব তথা শিলিগুড়ি রত্ন রিচা ঘোষকে সংবদ্ধিত করলেন ইন্ডিয়ান ওয়েল।আজ সপ্তশিখা গ্যাস সরবরাহ অফিস থেকে একটি প্রতিনিধি দল সহ ডিভিশনাল এলপিজি হেড রাজেন রঞ্জন কৌশিক সরকারেরা রিচার বাড়িতে গিয়ে রিচাকে সংবদ্ধিত করেন।রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ও মা শম্পা দেবীর উপস্থিতিতে শারক ফুল সহ এলপিজির ১০ কেজির কম্পজিট ডাবল সিলিন্ডারে নুতন লাইন ফ্রিতে দেওয়া হয়।

বিহারে নিষিদ্ধ মদ তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাছের কার্টুনের আড়ালে বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ মদ

শিলিগুড়ি বিহারে নিষিদ্ধ মদ তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাছের কার্টুনের আড়ালে বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ মদ। মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশের অভিযানে শিব মন্দির এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় ৩৫ কার্টুন বিয়ার।জানাগেছে মাছ ভর্তি পিক আপ ভ্যানে সুন্দর করে মাছের কার্টুন গুলি সাজানো ছিল আর তার মাঝেই ছিল এই বিয়ারের কার্টুন।

we want justice এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আলিপুরদুয়ার পুলিশ কোর্টের সামনে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ধর্না গ্রামবাসীদের

আলিপুরদুয়ার ঃ we want justice এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আলিপুরদুয়ার পুলিশ কোর্টের সামনে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ধর্না গ্রামবাসীদের।বীরপাড়ায় মনোজ লোহার খুনের ঘটনায় ৬ দোষীকে কঠোর শাস্তির দাবি জানান তারা।প্রয়োজনে বৃহত্তর আঃেদালনের হুমকি।আজ ওই ধৃত ৬ জনকে আদালতে তোলা হবে।বীরপাড়া চা বাগানের যুবক মনোজ লোহার গত ২৩ আগস্ট নৃশংসভাবে খুন হন।তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ।খুনের ঘটনার পরদিন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বীরপাড়া এলাকা ময়নাতদন্তের পর যুবকের মৃতদেহ তার বাড়িতে ঢোকার পর উত্তেজিত হয়ে উঠে জনতা।উত্তেজিত জনতা খুনের অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙচুর করে। অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করে । পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে ও লাঠিচার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। পুলিশ পাহাড়ায় মৃতদেহ সংকারের জন্য শ্মশান ঘটে নিয়ে যায়।অভিযুক্তের বাড়ির সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল।বীরপাড়া খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা লক্ষী মোচারী ওরফে বুচি।তার সঙ্গে পুলিশ আর ও পাঁচজন কে গ্রেফতার করে। আর পঞ্চায়েত সদস্য গ্রেফতারির সঙ্গে সঙ্গেই তাকে দল থেকে বহিস্কার করে দায় ঝাড়ে তৃণমূল।প্রসংগত উল্লেখ্য গত ২৩ তারিখ রাতে লক্ষী মোছারীর ভাই প্রতাপ শা বীরপাড়া চা বাগানের আদিবাসী যুবক মনোজ লোহার কে ডেকে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। তারপর চার দিন ধরে নিখোঁজ থাকবার পর ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয় মাদারিহাট ব্লকের শিশু বাড়ি ইকতি নদী থেকে। নিখোঁজ মনোজের সন্ধানের দাবিতে বীরপাড়া চৌপথিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। অবরোধও হয়।এমনকি বীরপাড়া থানায়ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে স্থানীয় মানুষরা।শেষে পুলিশ কুকুর নিয়ে তল্লাসি চালিয়ে শিশুবাড়ি ইকতি নদী শ্মশান ঘাট থেকে পুলিশের উদ্ধার করে যুবকের মৃতদেহ।এই ঘটনায় জড়িত থাকার অপরাধে পুলিশ পঞ্চায়েত সদস্যা সহ পাঁচজনকে আগেই গ্রেফতার করে । এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতাপ ও তার দিদি তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা দিদির বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। । সে সময় স্থানীয় মানুষ ও পুলিশের সংঘর্ষে রনক্ষেত্রের চেহেরা নেই বীরপাড়া।পরবর্তীতে মৃতের পরিবার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষী মোচারি নামে বীরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পরে পুলিশ পঞ্চায়েত সদস্যা লক্ষীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।আজ ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।তাদের কঠোর শাস্তির দাবিতেই পুলিশ কোর্টের সামনে ধর্না গ্রামবাসীদের।

নিজের হাতে দুর্গা প্রতিমা গড়ে কয়েক বছর ধরে নজর কেড়ে চলেছে ইংরেজবাজার শহরের বিশ্বনাথ মোড় এলাকার একাদশ শ্রেণীর এক পড়ুয়া অর্ঘ্যদীপ দাস

মালদা ঃ নিজের হাতে দুর্গা প্রতিমা গড়ে কয়েক বছর ধরে নজর কেড়ে চলেছে ইংরেজবাজার শহরের বিশ্বনাথ মোড় এলাকার একাদশ শ্রেণীর এক পড়ুয়া অর্ঘ্যদীপ দাস। তার নেশা মাটির প্রতিমা তৈরি করা। ৪ বছর বয়স থেকে মাটি নিয়ে খেলার ছলে পুতুল তৈরি শুরু। যখন ক্লাস ফোরের ছাত্র, তখন থেকেই মাটির মূর্তি তৈরির গড়ার শখ চাপে। নিজের হাতে প্রতিমা গড়ে নিজেই পুজো করে সে। এর আগে শুধু মাটির ছোট প্রতিমা গড়েছে সে। বছর চারেক ধরে রীতিমতো প্রায় ৪ ফুট উচ্চতার প্রতিমা তৈরি করছে। অর্ঘদীপ আগের অভ্যস মতোই এখনও প্রতিমা গড়ার পাশাপাশি নিজেই পুজো করে। এজন্য পুজোর মন্ত্রও মুখস্থ করতে হয়েছে। বাবা নীলেন্দু দাস পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভএবং মা পলি সরকার দাস গৃহবধূ। তাঁরাও ছেলের মূর্তি তৈরির বিষয়টি পূর্ণ সমর্থন করে থাকেন।

দূরারোগ্যবেধিতে আক্রান্ত মালদা শহরের দুই দুঃস্থ মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে লক্ষাধিক টাকার অনুদান হিসেবে সহযোগিতা করলো জেলা বিজেপি নেতৃত্ব

মালদা ঃ দূরারোগ্যবেধিতে আক্রান্ত মালদা শহরের দুই দুঃস্থ মহিলাকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে লক্ষাধিক টাকার অনুদান হিসেবে সহযোগিতা করলো জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। শনিবার সকালে ইংরেজবাজার পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যাঙ্ক কলোনি এলাকায় দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ওই দুই মহিলার বাড়িতে যান উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু । তাঁর সঙ্গে ছিলেন দক্ষিণ মালদার বিজেপির জেলা সভাপতি পার্থসারথি ঘোষ এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের দলীয় কাউন্সিলর কৃষ্ণ নাথ প্রমূখ।ব্যাংক কলোনি এলাকার বাসিন্দা বুলু সাহা দাস এবং কবিতা রায় লালা এই দুই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত। তাদেরকেই প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৩ লক্ষ টাকা এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা চেক দিয়ে সহযোগিতা করা হয়।উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডের বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। প্রধানমন্ত্রীর আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পটিও ঠিকভাবে কার্যকরী করতে দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসুস্থ দুঃস্থ মানুষেরা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহযোগিতা পাবেন । এদিন প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এই আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে। আমরা চাই গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের প্রত্যেকে অন্তর্ভুক্ত হোক। তার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। এদিন ব্যাংক কলোনী এলাকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত দুঃস্থ ওই দুই মহিলাকে ৩ লক্ষ এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

মাটিগাড়ায় নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় নতুন মোড়

শিলিগুড়ি ঃ মাটিগাড়ায় নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনায় নতুন মোড়।আদালতে প্রথমে নিজের দোষ স্বীকার করলেও আজ পঞ্চমবারের মত ফের ধৃত আব্বাসকে আদালতে পেশ করা হলে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করলো সে।এদিন আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নিজেকে নির্দোষ বলে জানায় অভিযুক্ত আব্বাস।'আমি কিছু করিনি।আমাকে ফাঁসানো হয়েছে এবং আমার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে।সকলের সামনে সত্য জানাবো' এমনটাই জানায় আব্বাস।প্রসঙ্গত, গত ২১ আগস্ট মাটিগাড়ায় নাবালিকা স্কুল ছাত্রীর খুনের ঘটনা ঘটে।৬ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ আব্বাসকে।ঘটনার পর এক মাস পেরিয়ে গেছে।আজ পঞ্চমবারের জন্য আব্বাসকে আদালতে পেশ করা হয়।এদিন বিচারকের সামনে নিজেকে নির্দোষ বলে দাবী করে আব্বাস।

'পুরসভায় অনুপস্থিত থেকে টাকা আদায় করছে কিনা কর্মীরা তা খতিয়ে দেখুক রাজ্য সরকার' শঙ্কর ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ শাসক দলের কর্মীরা পুরসভায় উপস্থিত থাকার নাম করে দিনের পর দিন অনুপস্থিত থেকে টাকা আদায় করছে কিনা তা রাজ্য সরকারের খতিয়ে দেখা প্রযোজন, শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মীদের ওপর ওঠা দুর্নীতির অভিযোগ এমনই প্রশ্ন উৎেক্ষপণ করছে। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনি মন্তব্য করলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম এর কাছে তার অনুরোধ রয়েছে পুরসভায় কর্মীদের উপস্থিতির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে। এর পাশাপাশি শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের ওপর ওঠা আর্থিক কেলেঙ্কারি যে বিষয় রয়েছে সেই বিষয়টিও যাতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে খতিয়ে দেখা হয় তারও দাবি বিধায়ক তুলে ধরেন।

মহাবীরস্থান ও ডি আই ফান্ড বাজার নতুন করে সংস্কার করা হবে,জানালেন গৌতম

শিলিগুড়ি মহাবীরস্থান ও ডি আই ফান্ড বাজার নতুন করে সংস্কার করা হবে,জানালেন গৌতম শনিবার ফের টক টু মেয়রের মধ্য দিয়ে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন মেয়র গৌতম দেব।এদিন মোট ২২ টি ফোনের সদুত্তর দেন তিনি। রাস্তা সারাই,অবৈধ নির্মান সহ একাধিক অভিযোগ সুরাহার আস্বাস দেন তিনি।পাশাপাশি এদিন মেয়র জানান,,শহরের বেশ কয়েকজন নাগরিক ঐতির্যবাহী ডি আই ফান্ড মার্কেট ও মহাবীরস্থান মাছ ও সবজী বাজারের সংস্কারের কথা জানিয়েছেন।তাদের অনুরোধকে মান্যতা দিয়ে খুব দ্রুত এই দুটি বাজারকে পুনরায় নতুন করে সংস্কার করা হবে।।

প্রায় ১১ দিন পর অবশেষে বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি শ্রমিকেরা

জলপাইগুড়ি ঃ শ্রমিক মালিক অসন্তোষের জেরে বন্ধ ছিল রাজগঞ্জের সুখানি টি প্রজেক্ট। প্রায় ১১ দিন পর অবশেষে বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি শ্রমিকেরা।জানা গিয়েছে, শ্রমিক মালিক অসন্তোষের জেরে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর লকআউট নোটিস জারি করে রাজগঞ্জের সুখানি টি প্রজেক্ট বাগান কর্তৃপক্ষ।ফলে পুজোর আগে বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছিল প্রায় তিন শতাধিক শ্রমিক।শুক্রবার জলপাইগুড়ি শ্রম দপ্তরে এক বৈঠকের মাধ্যমে দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে মালিকপক্ষ শনিবার সকাল থেকে বাগান খোলার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত মত আজ সকাল থেকে বাগান খুলে দেওয়া হয়। বাগান খুলে যাওয়ায় সকালে কাজে যোগ দেয় শ্রমিকরা। পুজোর আগে বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি শ্রমিকেরা।এই বিষয়ে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা তপন দে জানান, মালিক ও শ্রমিকের অসন্তোষের জেরে বাগানটি মালিকপক্ষ লকআউট ঘোষণা করেছিল। পুজোর আগে শ্রমিকদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তাদের কথা ভেবে গতকাল শ্রম দপ্তরের আলোচনার মাধ্যমে এই বাগান খোলার সিদ্ধান্ত হয়।আজ বাগান খুলে যাওয়ায় খুশি সকলে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাঁটু সমান জল,বেহাল নিকাশির জন্য ব্লক প্রশাসনকেই দায়ী করলো স্থানীয়রা

উত্তর দিনাজপুর ঃ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা চোপড়া ব্লকের দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের।একটু বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান জল জমে যায় এলাকায়। হাঁটু জল পেরিয়েই রোগী থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভেতরে ঢুকতে হচ্ছে। এরজন্য পঞ্চায়েত প্রশাসন ও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন স্থানীয়রা।সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরের অধিকাংশ জায়গা।শনিবারের প্রবল বৃষ্টিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনের অংশে হাঁটু জল জমেছে। গোটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর বৃষ্টির জমা জল থইথই করছে। নিকাশি সমস্যা নিয়ে রীতিমতো তিতিবিরক্ত হয়ে পড়েছেন চিকিৎসক থেকে স্বাস্থ্যকর্মীরা। ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনদের। দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিকাশি সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

বাপন দে নামে এক ব্যক্তির ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীতে দরিদ্র নারায়ন সেবার আয়োজন

শিলিগুড়ি বাপন দে নামে এক ব্যক্তির ষষ্ঠ মৃত্যু বার্ষিকীতে দরিদ্র নারায়ন সেবার আযোজন। শনিবার দুপুরে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে দরিদ্রদের পেট পুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।বাপন দের মৃত্যুর পর তার নামেই তৈরী করা হয় বাপন দে ফাউন্ডেশন। এই সংস্থার হাত ধরে সমাজের দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়ায় সদস্যরা। ঠিক তেমনই প্রতি বছর আজকের এই দিনটিতে আযোজন করা হয় দরিদ্র নারায়ন সেবার। এবছরেও তার অন্যথা হয়নি। আজ বাপন দে এর ষষ্ঠ তম মৃত্যু বার্ষিকী। এই উপলক্ষে শনিবার দুপুরে প্রায় ১০০০জন দুস্থ মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। খাওয়ানো হয় ডিম, ভাত, সোয়াবিন।

মেখলিগঞ্জ ব্লকে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্র বিদ্যুৎ পরে মৃত সুরেশ চন্দ্র বর্মন

কোচবিহার ঃ মেখলিগঞ্জ ব্লকের উচলপুকুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৮উচলপুকুড়ি (ছোবার বাড়ি)এলাকার ঘটনা ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্র বিদ্যুৎ পারে মৃত সুরেশ চন্দ্র বর্মন ৫৮পিতা পালানো বর্মন।ঘটনা স্তলে উপস্থিত ছিলেন সুজন বর্মন ও সুরেশ চন্দ্র বর্মন দুই জন কে জামালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নিয়ে গেলে চিকিৎসক সুরেশ বর্মন কে মৃত ঘোষণা করেন সুজন বর্মন চিকিৎসাধীন রয়েছে

১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর দিল্লি চলো আন্দোলনে মালদা থেকে শতাধিক জব হোল্ডার ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব

মালদা ঃ ১০০ দিনের বকেয়া টাকার দাবিতে সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জীর দিল্লি চলো আন্দোলনে মালদা থেকে শতাধিক জব হোল্ডার ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন দলের জেলা নেতৃত্ব। কলকাতা হয়ে ট্রেন এবং সড়কপথে দিল্লিতে পৌঁছাবেন মালদার তৃণমূলের নেতা, কর্মী এবং জব হোল্ডারেরা। এই সফরের আগে শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় মালদা শহরের স্টেশন রোড এলাকার তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন দলের জেলা নেতৃত্ব। পাশাপাশি এদিন দুপুর থেকেই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির টিভির মাধ্যমে ভার্চুয়াল বৈঠকেও অংশ নেন দলের জেলার বিধায়ক তথা সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতেই দিল্লিতে আঃেদালনের ডাক দিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। ২ অক্টোবর সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি আন্দোলন করবেন দিল্লিতে । তার আগে থেকেই বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি মালদা থেকেও দলের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত জব হোল্ডারদের সাথে করে দিল্লি যাত্রা শুরু করলেন তৃণমূলের জেলা নেতারা। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , দলের জেলা সহসভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলার বাবলা সরকার , তৃণমূলের জেলার মহিলা সভানেত্রী মৃণালিনী মন্ডল মাইতি, জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আশীষকুণ্ডু সহ অন্যান্যরা।তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের কেন্দ্র ৭ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রেখেছে। যা গরীব মানুষকে দেওয়া হচ্ছে না। হাজার হাজার জব হোল্ডারেরা ১০০ দিনের কাজ না পেয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন। গ্রামীন এলাকার দুঃস্থ মানুষদের এই কর্মসংস্থান পাইয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েই ২ অক্টোবর দিল্লিতে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই মালদা থেকে ২৫০ জন জব হোল্ডার এবং কয়েকশো কর্মী ও দলীয় নেতৃত্ব দিল্লির উদ্দেশ্যে এদিন রওনা দিয়েছেন । অধিকাংশই দলের নেতা কর্মী এবং জব হোল্ডারেরা ট্রেনে ও বাসে যাবেন। এক্ষেত্রে দলের পক্ষ থেকে এই যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।তৃণমূল বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি আরো বলেন, আমরা শুনতে পাচ্ছি দিল্লি যাওয়ার পথে উত্তরপ্রদেশ বা অন্য কোন জায়গায় আমাদের বাঁধা দেওয়া হতে পারে। যেখানেই আমরা বাঁধার মুখে পড়বো, সেখান থেকেই আমরা আন্দোলন শুরু করব। তৃণমূলের কোনো নেতাকর্মীরাই চুপ করে বসে থাকবে না। গরিব মানুষের অধিকার এবং বকেয়া টাকা কেন্দ্রের মোদি সরকারকে ফেরত দিতেই হবে। তাই সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি ডাকেই শনিবার থেকেই দিল্লি চলো সফল শুরু করা হয়েছে।

চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে

মালদা ঃ চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করার অভিযোগ উঠল এক বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। শুধু তাই না ব্যবসা করার নাম করেও মোটা অংকের টাকা আত্মসাৎ। খুঁটিতে বেঁধে মার বিজেপি কর্মীকে। ৩৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। মালদহের হবিবপুরের বক্সীনগরের ঘটনা। মোহর সরকার নামে এক ব্যক্তিকে খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়। চলে মারধর। মারধর করতে দেখা যায় মহিলাদেরও।অন্তত ২৪ লক্ষ টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার অভিযুক্তের। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। খবর পেয়ে এলাকায় হবিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতেই টাকা নেওয়ার কথা শিকার অভিযুক্তের।জানাগিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি মোহর সরকার মালদহের হবিবপুরের মধ্যমকেন্দুযার বাসিন্দা। ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সিপিএমের টিকিটে এলাকায় প্রার্থী হন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে বর্তমান বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ঘনিষ্ঠ বলে এলাকায় পরিচিত এই মোহর সরকার। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে খগেন মুর্মুর দলবদলের সঙ্গেই তিনিও বিজেপিতে যোগ দেন। প্রতারিত পরিবারের অভিযোগ, প্রথমে আইসিডিএসে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে আট লক্ষ টাকা নেয় ওই ব্যক্তি। এরপর ধান, পাট, সরষে ইত্যাদি ব্যবসা কথা বলে জমির ভুয়ো কাগজ দিয়ে আরও বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। প্রায় তিন বছর ধরে বারবার টাকা ফেরতের জন্য দিন বদল করছিল অভিযুক্ত। মাঝে বেশ কিছুদিন বেপাত্তাও হয়ে যায়। আজ এলাকায় ফিরেছে শুনে প্রতারিত পরিবার ও গ্রামবাসীদের একাংশ ওই ব্যক্তিকে ধরে লোহার খুঁটিতে বেঁধে রাখেন। চলে মারধর। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছলে পুলিশের উপস্থিতিতেই টাকা ফেরতের কথাও জানায় অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

প্রথম ধাপেই চিকিৎসা নিলে বাঁচবে জীবন

কলকাতা ঃ সব ধরনের ক্যানসারের চারটি ধাপ থাকে। লক্ষণ বুঝে কেউ যদি প্রথম ধাপেই চিকিৎসা নেন, তাহলে জীবন হুমকির মুখে পড়ে না। স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা তাই সচেতন হয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। স্তন ক্যানসার সচেতনতার বিশেষ মাস অক্টোবর। এ উপলক্ষে এসকেএফ ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আয়োজিত 'বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসা' শীর্ষক অনলাইন অনুষ্ঠানে এমন মতামত উঠে আসে। এ পর্বে আলোচনা হয় 'স্তন ক্যানসারের আগাম শনাক্তকরণ বাঁচায় জীবন' বিষয়ে। অনুষ্ঠানটি গতকাল রোববার সরাসরি প্রচারিত হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. মেহবুব আহসান। উপস্থাপনা করেন একই প্রতিষ্ঠানের রেডিয়েশন অনকোলজিস্ট বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ডা. সাবরিনা তাহের।

স্তন ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য বর্তমানে কতসংখ্যক রোগী আসছেন এবং তাঁদের বয়স কেমন? সঞ্চালকের এ প্রশ্নের উত্তরে ডা. মো. মেহবুব আহসান বলেন, দিন দিন সচেতনতা বাড়ছে। তাই কোনোরকম সন্দেহ হলেই অনেকে আসছেন নির্ণয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। এই রোগে নারীরা বেশি আক্রান্ত হন। এক বছরে গড়ে ১৩ হাজার ২৮ রোগী আসেন স্তন ক্যানসারের সমস্যা নিয়ে। সাধারণত ৩৫ থেকে ৪০ বছরের নারীরা বেশি এলেও যাঁদের পারিবারিক ইতিহাসে স্তন ক্যানসার থাকে, তাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে একটু আগেই আসেন।

কী দেখে একজন নারী বুঝবেন যে তিনি স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন? উপস্থাপকের জিজ্ঞাসার জবাবে ডা. মো. মেহবুব আহসান বলেন, কোনো নারী যখন দেখবেন তাঁর স্তনে কোনোরকম ব্যথাহীন চাকা অনুভূত হচ্ছে, তখন দেরি না করে তাঁকে কাছের চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেই যেতে হবে এমনটা জরুরি নয়। যেকোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেই তিনি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন।

স্তন ক্যানসার চিকিৎসার প্রাথমিক ধাপগুলোর বিষয়ে ডা. মো. মেহবুব আহসান বলেন, 'যখন একজন নারী স্তনের এমন চাকা নিয়ে আসেন, তখন আমরা আলট্রাসনোগ্রাম করে দেখি সেটি কোন পর্যায়ে। এ ছাড়া ম্যামোগ্রাফি, এফএনএসি পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হই সেই নারী ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন কি না।'

স্তন ক্যানসার নির্ণয় হওয়ার পর অনেক রোগীর প্রথম চিন্তাই থাকে দেশের বাইরে চিকিৎসা নিতে যেতে হবে। এ বিষয়ে ডা. মো. মেহবুব আহসান বলেন, ক্যানসার চিকিৎসার সব ধরনের ওষুধ প্রণালি সেবা আছে। দেশে থেকেই একজন রোগী ঝামেলাহীনভাবে এই রোগের চিকিৎসা করতে পারবেন। কেমোথেরাপির চিকিৎসা দেশের সব জায়গায় আছে, হরমোনথেরাপির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সব জায়গায় এই সুবিধা আছে। রেডিওথেরাপি সব জায়গায় না থাকলেও টারশিয়ারি স্থানে পাওয়া যায়। আর অস্ত্রোপচারের সুবিধা দেশের প্রায় সব জায়গায় আছে।

ডা. মো. মেহবুব আহসান বলেন, অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অনেকের মনে নানা ট্যাবু কাজ করে। ভাবেন যে অস্ত্রোপচার মানেই স্তন কেটে ফেলে দেওয়া। ওটা পুরাতন চিকিৎসাপদ্ধতি। বর্তমানে চিকিৎসা অনেক উন্নত হয়েছে। দেখা যায়, ক্যানসার কোষ যেখানে হয়, সে স্থানটাতেই ফিরে ফিরে আসে। তাই নির্দিষ্ট ওই জায়গাটুকু কাটলেই হয়। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শুধু টিউমারটুকু ফেলে দেওয়া হয়, তাই এতে ভয়ের কিছু থাকে না।

আলোচনাজুড়েই ডা. মো. মেহবুব আহসান বারবার নারীদের সচেতনতার ওপরই গুরুত্ব দেন। সচেতনতার কারণে প্রাথমিক পর্যায়েই রোগটি নির্ণয় করা যায় এবং জীবন হুমকির মুখে পড়ে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বিশ্বব্যাপী স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে নারীরা এখন সচেতন। ফলে তাঁরা এই রোগ থেকে বাঁচতে পারছেন। কিন্তু পিছিয়ে আছে দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের নারীরা। তাই আমাদের দেশের নারীদেরও আরও সচেতন করতে হবে। স্ক্রিনিংটা আরও সহজলভ্য করতে হবে। নারীদের নিজের স্তন নিজেকেই পরীক্ষা করতে হবে। নিয়মিত এ কাজটি যদি করা হয়, তাহলে তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন স্তনের অস্বাভাবিকতা। এটিই তাঁর জীবন বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।'

মন খারাপ? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিরতি নিন

কলকাতা ঃ সব সময় কি আর মন ভালো থাকে? মাঝেমধ্যেই আমাদের চেপে ধরে খারাপ লাগা। একঘেয়ে জীবনে হাঁপিয়ে পড়ি। কিছুই যেন আর ভালো লাগে না। ভার্সিটির ক্লাস হোক কিংবা বন্ধুদের আড্ডা, অফিস হোক বা কোনো অনুষ্ঠান কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না। নেতিবাচকতায় ডুবে থাকি আমরা। মনে হয়, কোথাও কোনো কিছু ঠিক নেই। আপনার অবস্থা যদি এ রকম হয়, তাহলে প্রথমেই বলি, বেশির ভাগ সময় এ ধরনের অনুভূতি বেশিক্ষণ বা বেশি দিন স্থায়ী হয় না। তাই বলে এই সময়ে নিজেকে মোটেও অবহেলা করা যাবে না। এ সময় নিজেই হয়ে উঠুন নিজের সঙ্গী। নিজের একটু বাড়তি যত্ন নিন। চলুন জেনে নিই কীভাবে নেতিবাচক চিন্তা দূরে সরিয়ে মনকে ভালো করে তুলবেন

১. বাইরে যান, হাঁটুন

মন খারাপ থাকলে আমরা বেশির ভাগ সময় নিজেকে ঘরেই বন্দী করে রাখি। তা না করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিন, কাপড় পরে তৈরি হোন আর হাঁটতে বেরিয়ে পড়ুন। হাঁটলে মন শান্ত হয়। পার্কে বা সবুজের মধ্যে হাঁটতে বের হলে বুক ভরে শ্বাস নিন। আর কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যান নিজের সব দুঃখ।

২. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিরতি নিন

মন খারাপের দিনে অজান্তেই আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল করতে থাকি। এতে বিষণ্নতা আরও যেন জেঁকে বসে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রল না করে লগআউট করুন সবকিছু থেকে। তারপর চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, কত কিছু আছে কৃতজ্ঞ হওয়ার মতো। সৃষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

৩. নিজেকে সময় দিন

আপনার প্রিয় গানগুলো শুনুন। দেখুন প্রিয় কোনো ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও। দেখতে পারেন পুরোনো দিনের কোনো নাটকও। দেখে নিন মন ভালো করে দেওয়ার মতো একটা মুভি। আবার ভিন্ন কিছু করতে চাইলে দেখে আসতে পারেন একটি মঞ্চনাটক। রংতুলি নিয়ে বসতে পারেন আঁকতে। আবার ইউটিউব দেখে কাগজ কেটে বানাতে পারেন নানান অরিগ্যামি। বানিয়ে নিন কোনো একটা মজার খাবার, যা আগে কখনো খাননি। ভিন্ন কিছু করলে আপনার মন ভালো হতে বাধ্য।

৪. ইতিবাচক মানুষের পাশে থাকুন

আমাদের চারপাশের মানুষের ওপর আমাদের ভালো থাকা অনেকাংশেই নির্ভর করে। আপনি দিনের বেশির ভাগ সময় যাঁদের সঙ্গে কাটান, তাঁরা কি ইতিবাচক মানুষ? আপনার আশপাশের মানুষ যদি আপনাকে সব সময় ছোট করে দেখাতে চান, আপনার ভালো দিকের কথা না বলে শুধু খারাপ দিক তুলে ধরেন, তাঁদের থেকে দূরে সরে আসুন। যাঁরা আপনাকে ভালো রাখেন, তাঁদের সঙ্গে সময় কাটান বেশি করে।

৫. লিখুন

মন খারাপের সময় নেতিবাচক চিন্তা আমাদের ঘিরে ধরে। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে আমরা কোনো কিছুই চিন্তা করতে পারি না স্বচ্ছভাবে। এই সমস্যার একটি কার্যকর সমাধান হচ্ছে লেখা। আপনি যা অনুভব করছেন, একটি কাগজে লিখুন। শুরুটা কীভাবে করবেন যদি বুঝতে না পারেন, তবে চেষ্টা করুন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে। আপনি কেন এমন অনুভব করছেন, আপনার কী কী ভয় কাজ করছে, কেন আপনি কষ্ট পাচ্ছেন বা রেগে আছেন, আপনি কী আশা করেছিলেন, সেটি কেন হয়নি ইত্যাদি। লিখলে আপনার মনের ধোঁয়াশা কেটে যাবে। আর লেখায় ইতিবাচকতা ও সমাধানকে গুরুত্ব দিন।

৬. নিজের প্রতি সদয় হোন

মন খারাপের জন্য বেশির ভাগ সময় আমরা নিজেকে দোষারোপ করে থাকি। আবার অবচেতনে চলে আসে অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা। কোনো ঘটনার ওপর হাত না থাকলেও ভেবে বসি, এই ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। কখনো মনে হয়, কিছুই করতে পারলাম না জীবনে। নিজেকে নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা করা বা কথা বলা আমাদের মানসিক, শারীরিক উভয়ের দিকের জন্যই ক্ষতিকর। নিজেকে তুলনা না করে, দোষারোপ না করে বরং খুঁজে বের করুন ভালো দিকগুলো। সেই দিকগুলো নিয়ে গর্ববোধ করুন। চিন্তা করুন, নিজের গুণগুলো কীভাবে আরও শাণিত করা যায়। সময় দিন নিজের পেছনে। নিজেকে ভালোবাসুন।

স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে বড় শত্রু কে

কলকাতা ঃ দাম্পত্য সম্পর্কে সবচেয়ে বড় শত্রু কে?

একেকজনের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নের উত্তর একেক রকম। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিয়েবিষয়ক ওয়েবসাইট ম্যারেজ ডটকম অনুসারে, এই প্রশ্নের সবচেয়ে যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য উত্তর হলো তুলনা। নিজের দাম্পত্য সঙ্গীকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করা।

স্ত্রী হয়তো অনেক সাধ করে ইলিশের পাতুরি রান্না করে স্বামীর পাতে সবচেয়ে বড় টুকরাটা তুলে দিয়ে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'কেমন হয়েছে বলো তো? তোমার পছন্দ বলে ইউটিউব দেখে আজই প্রথম করলাম।' অমনি স্বামীর বিরস উত্তর, 'খেতে মন্দ নয়। তবে মায়ের হাতের পাতুরির কাছে টিকবে না।'

এদিকে ফ্যাশনিস্তা শায়লার (ছদ্মনাম) উদ্যোক্তা স্বামী ঘরে বাইরে সবখানে টিশার্ট আর প্যান্ট পরে, এমনকি বেড়াতে গেলেও সেই টিশার্ট আর প্যান্ট। অথচ শায়লার প্রাক্তনের বিজনেস ক্যাজুয়াল লুক, বোহো বা এলিগ্যান্ট ক্ল্যাসিক ফ্যাশন নিয়ে রীতিমতো আলোচনা চলত বান্ধবীমহলে। মুছে ফেলা ছবিগুলোয় কী যে সুন্দর লাগত দুজনকে! অথচ, স্টাইলিশ না হওয়ায় স্বামীর সঙ্গে ছবিই তুলতে ইচ্ছা করে না শায়লার। এ নিয়ে মনে মনে বেশ খেদও আছে।

ওপরের উদাহরণ দুটিকে তুচ্ছ ভেবে অবহেলা করবেন না। তুলনা থেকে তৈরি হয় এমন সব অসন্তুষ্টি, যা একসময় সম্পর্কে বড় ফারাক ডেকে আনে। আর সেই ফাঁকে তৃতীয় পক্ষ ঢুকে পড়তেই পারে। দাম্পত্য জীবনের এমন সব মোড় থেকে দুজনের জীবন দুদিকে বেঁকে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

দাম্পত্য জীবনে 'পারফেক্ট' শব্দটা একটা মিথ

আপনি হয়তো ভাবছেন, আপনার বিবাহিত জীবনে ঝামেলার শেষ নেই। অথচ 'অমুক' 'অমুক' কত সুখী! অনেক ক্ষেত্রেই সত্যিটা হলো, ওদের চেয়ে আপনার দাম্পত্য জীবনেই বরং জটিলতা কম। কেননা, আপনার জীবনের জটিলতা আপনি জানেন, আর আপনার চোখে ভাসছে দাম্পত্য জীবনের কিছু সুখী ছবি বা সুখী চিত্র। আসলে ফেসবুকে ঝাঁচকচকে পারফেক্ট কাপল ফটোর মতো পারফেক্ট দাম্পত্য জীবন বলে কিছু নেই। পৃথিবীর কোনো দাম্পত্য সম্পর্কই এক শতে এক শ নয়।

সবচেয়ে সহজে অসুখী হওয়ার রেসিপি, তুলনা

অসুখী হওয়া খুবই সহজ। আর সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, তুলনা করতে থাকা। আপনার যদি এই বদঅভ্যাস থেকেই থাকে, সেটাকে ঝেটিয়ে বিদায় করুন। নতুবা আপনি সারা জীবনে জন্য অসুখী হওয়ার দুষ্ট চক্রে পা দিয়ে খেই হারিয়ে ক্রমেই অতল গহ্বরে পড়তে থাকবেন। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের মতো প্রতিটি দাম্পত্য সম্পর্কও অনন্য। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার তুলনা হয় না। অন্যের দিকে তাকানোর চেয়ে আপনি বরং নিজের ভেতর ডুব দিন। অন্যের সঙ্গে নিজের স্বামী বা স্ত্রীর তুলনা করে কখনো 'সুস্থ প্রতিযোগিতা' তৈরি করা যায় না, সবকিছু কেবলই বিষাক্ত হতে থাকে।

মানুষ কেন নিজের সঙ্গীকে অন্যের সঙ্গে তুলনা করে?

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট সাইকোলজি টুডের মতে, এর সবচেয়ে সহজ উত্তর হলো, মানুষ নিজের ছোটবেলা থেকে 'তুলনার শিকার' হয়ে বড় হয়। এভাবে সহজাতভাবেই তুলনা বিষয়টা তার ভেতর ঢুকে পড়ে। মার্কিন ক্লিনিক্ল্যাল সাইকোলজিস্ট, গবেষক, লেখক ও বক্তা কুলি গটম্যান ইউজিএ ফ্যাক্টসকে বলেন, 'শিক্ষাব্যবস্থা ও সন্তানকে ছোট থেকে বড় করার সময় থেকেই তুলনা বিষয়টি বাদ দিতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে সুস্থ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাবে না। আর একে অন্যের সেরাটাকে বের করে আনার জন্য অনুপ্রেরণা দিতে হবে।'

কীভাবে আপনি তুলনার ফাঁদ থেকে নিজেকে বাঁচাবেন, এর কয়েকটি উপায়ও জানিয়েছেন এই মনোবিদ।

কেবল নিজেদের সম্পর্কে মনোযোগ দিন। নিজেদের মধ্যকার ভিন্নতা আর দাম্পত্য সম্পর্কের অনন্যতাকে উদযাপন করুন।

দাম্পত্য সম্পর্ককে যথাসম্ভব ব্যক্তিগত রাখুন। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের 'কনটেন্ট' বানাবেন না।

আপনার সঙ্গীর ইতিবাচক দিকগুলোয় জোর দিন। আপনার জন্য তিনি যা করছেন, সে জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন। সেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে দ্বিধা করবেন না।

ক্যারিয়ার গোলের মতো দাম্পত্য সম্পর্কেও ছোট ছোট 'রিলেশনশিপ গোল' পূরণের মাধ্যমে বড় বড় রিলেশনশিপ গোলের দিকে এগিয়ে যান। আপনি যদি আপনার সম্পর্ক নিয়ে কোনো ধরনের সন্দেহ, দ্বিধা বা অনিশ্চয়তায় ভোগেন, সেটা অপর পক্ষকে নির্দ্বিধায় জানান। খোলামেলা আলাপ করুন। একান্তে সময় কাটান।

টুকরো খবর

বিমানে ঘুমাবেন কীভাবে

কলকাতা ঃ লম্বা দূরত্ব পাড়ি দিতে বেশির ভাগ সময় আকাশপথে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না। অনেকে ঘুমিয়েই পথটা কাবার করে দেওয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু বিমান তো আর অন্য সব যানবাহনের মতো নয়। মাটি থেকে হাজার ফুট ওপরে ঘুমানোর জন্যও দরকার প্রস্তুতি।

বাসে বা গাড়িতে হুটহাট ঘুমিয়ে পড়ে নিজেকে যানবাহনে ঘুমানোর 'এক্সপার্ট' ভাববেন না যেন। বিমানভ্রমণ অন্য যেকোনো ভ্রমণের চেয়ে আলাদা। বিমানে দীর্ঘ সময় একইভাবে বসে থাকার কারণে শরীরে ভর করে জড়তা। তাই সেখানে ঘুমানোর জন্যও প্রয়োজন আলাদা প্রস্তুতি। নেকপিলো, স্লিপ মাস্ক, নয়েজ ক্যান্সেলিং হেডফোন আগে থেকেই প্যাক করে রাখুন। ঘুমের সরঞ্জাম তৈরি থাকলে ঘুমিয়ে পড়তে খুব একটা কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

বিমানে চড়ে বসার আগে অনেকেই ক্লান্তি কাটাতে কফির পেয়ালায় চুমুক দেন। বিমানে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে এই এক চুমুক কফিই যথেষ্ট। যে কারণে বিমান চড়ার আগে যতটা সম্ভব কফি থেকে দূরে থাকুন। বিমানভ্রমণে যতটা সম্ভব আরামদায়ক জামাকাপড় পরার চেষ্টা করবেন। আনুষ্ঠানিক কোনো সফর না হলে বিদেশে স্যুটেড বুটেড হয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। বরং ক্যাজুয়াল পোশাক পরার চেষ্টা করুন। এতে করে বিমানে বিশ্রাম নিতে সুবিধা হবে।

নিজের আরামের জন্য আবার বিমানে চড়ার নিয়মকানুন ভুলে যাবেন না যেন। সিটে বসামাত্রই সঠিক নিয়মে সিটবেল্ট বেঁধে নিন, প্রয়োজন হলে বিমানের সঙ্গে দেওয়া কাঁথা গায়ে দিয়ে তার ওপর সিটবেল্ট বাঁধুন। এতে করে বিমানবালাদের আপনার সুরক্ষার ব্যাপারে চিন্তিত হতে হবে না। আপনিও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবেন।

বিমানে উঠে আপনার লক্ষ্য যদি থাকে ঘুমানো, তবে যথাসম্ভব কম স্ক্রিন ব্যবহার করুন। সিটের সামনে থাকা মনিটর কিংবা মুঠোফোন, যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভালো। স্ক্রিনের ব্লু লাইট ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে অনেক সময় ফোন সরিয়ে রাখার অনেকক্ষণ পরেও ঘুম আসে না।

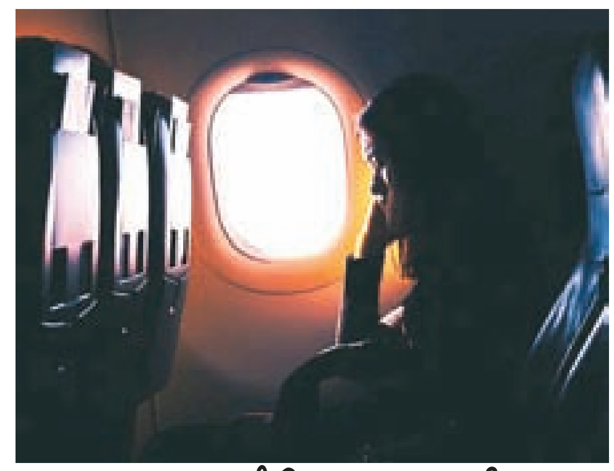

পুরুষেরা যেসব শারীরিক লক্ষণ কখনোই অবহেলা করবেন না

কলকাতা ঃ পুরুষদের অনেকেই নানা শারীরিক সমস্যার লক্ষণ অতটা গা করেন না। ভাবেন, এ তো ছোটখাটো সমস্যা, মাথা ঘামানোর কী আছে। ফলে শরীরে বিভিন্ন রোগ বাসা বাঁধার যথেষ্ট সুযোগ পায়। যা পরে আর সারানোর উপায় থাকে না। তেমনই কিছু শারীরিক সমস্যার লক্ষণ সম্পর্কে জেনে রাখুন...

বুকে অস্বস্তি বা ব্যথা

বুকে ব্যথা হলেই অনেকে ধরে নেন গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা। দ্রুত গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেয়ে সমস্যা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন অনেকেই। কিন্তু নিয়মিত বুকের ব্যথা থেকে সৃষ্টি হতে পারে ভয়ংকর কোনো রোগ। বুকে ব্যথা অনেক ক্ষেত্রে হৃদ্‌রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা অবহেলা করলে মৃত্যুঝুঁকি পর্যন্ত থাকতে পারে। এ ছাড়া নিউমোনিয়া, ফুসফুসের সমস্যা, হাঁপানি ইত্যাদির কারণেও বুকে ব্যথা হতে পারে। বুকে নিয়মিতভাবে সামান্য ব্যথা দেখা গেলেও অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্বলতা

ভারী কোনো কাজ করতে গিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের দুর্বলতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু সাধারণ কাজ করতে গিয়েও যদি শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, তবে তা চিন্তার বিষয়। শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্বলতা কার্ডিওভাসকুলার কিংবা ফুসফুসের রোগের ইঙ্গিত দেয়। এ ছাড়া আপনি যদি ধূমপায়ী হন, শ্বাসপ্রশ্বাসে দুর্বলতা আপনার জন্য অশনিসংকেত।

হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি বা হ্রাস

সময়ের সঙ্গে ওজন বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক বিষয়। ডায়েটে পরিবর্তনের ফলে শারীরিক পরিবর্তন দেখা দিতেই পারে। কিন্তু হুট করেই ওজন কমে যাওয়া কিংবা বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক নয়। আকস্মিক ওজন হ্রাস অনেক সমস্যারই ইঙ্গিত, তার মধ্যে ক্যানসারও আছে। এ ছাড়া হরমোনের ভারসাম্যহীনতার কারণে ওজন অতিরিক্ত বাড়তে পারে।

ক্লান্তি

সারা দিনের কাজ শেষে ক্লান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সারা দিন ধরেই যদি ক্লান্তি ভর করে থাকে শরীরে, তা কখনোই ভালো লক্ষণ নয়। অনেকেই এই ক্লান্তিকে ঘুমের বা বিশ্রামের অভাব বলে চালিয়ে দেন, ব্যাপারটি তেমন নয়। শরীরে এই ক্লান্তিভাবের পেছনে রক্তস্বল্পতা, থাইরয়েডের সমস্যা দায়ী হতে পারে।

ঘন ঘন প্রস্রাব

ঘন ঘন প্রস্রাবের উপসর্গ কখনোই উপেক্ষা করা উচিত নয়। কারণ, ঘন ঘন প্রস্রাব মূত্রনালির বিভিন্ন রোগের উপসর্গ। মূত্রনালির সংক্রমণ, কিডনিতে পাথর, এমনকি প্রোস্টেট ক্যানসারের মতো রোগের উপসর্গ হতে পারে। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি প্রস্রাব হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

অবিরাম পিঠে ব্যথা

দীর্ঘ সময় অফিসে বসে থাকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে অনেকের পিঠে ব্যথা হয়। নিয়মিত বিশ্রাম নিলে সেই ব্যথা স্বাভাবিকভাবে চলেও যায়। কিন্তু নিয়মিতই যদি পিঠের ব্যথা আপনার শরীরে উঁকি মারে, তবে তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। নিয়মিত পিঠে ব্যথা মেরুদণ্ডের ও কিডনি সমস্যার ইঙ্গিত বহন করে।

অতিরিক্ত তেষ্টা পাওয়া

একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন ২-৩ লিটার বা ৮-১০ গ্লাস পানি খাওয়া জরুরি। স্বাভাবিকের তুলনায় যদি বেশি তেষ্টা পেলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে যাওয়ার লক্ষণ, যা ডায়াবেটিসের ইঙ্গিত দেয়। পরিবারের অন্য কারও ডায়াবেটিস থাকলে আগেই সতর্ক হওয়া জরুরি।

স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি কমে আসা স্বাভাবিক বিষয়। তবে অল্প বয়সেই যদি ছোট ছোট ঘটনা ভুলে যেতে থাকেন, তবে তা চিন্তার বিষয়। ছোটখাটো জিনিস ভুলে যাওয়া, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা আলঝেইমারস ডিজিজ, স্ট্রোক, ব্রেনের কোনো সমস্যা অথবা ভিটামিন বি-১২-এর অভাবজনিত সমস্যার লক্ষণ। সুতরাং ছোটখাটো ব্যাপার ভুলে যাওয়াকে অবহেলা না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই ভালো।

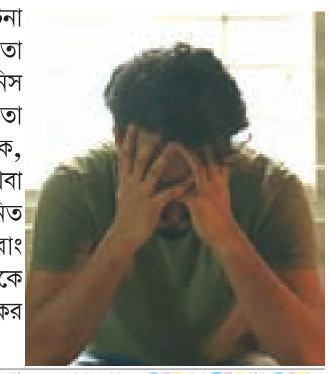

সম্পাদকীয়

ভারতে ক্রিকেট খেলা যেভাবে রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে

ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর বাইরের যেকোনো দেশের যে কাউকে যদি আপনি বলেন এখন বিশ্বের কয়েক শ কোটি মানুষ বিশ্বকাপজ্বরে কাঁপছে, তাহলে সম্ভবত তার কাছ থেকে আপনি বিভ্রান্তিসূচক অভিব্যক্তি পাবেন। বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষের কাছে বিশ্বকাপের মানে হলো বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, যা কিনা গত বছর কাতারে হয়ে গেছে এবং উত্তর আমেরিকায় ২০২৬ সালের আগে হবে না। তবে বাকি বিশ্বের কাছে, বিশেষ করে উপমহাদেশের ২০০ কোটি মানুষের কাছে বর্তমানে ভারতে চলমান পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপই হলো আসল বিশ্বকাপ। ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত গত বিশ্বকাপের দুই ফাইনাল প্রতিযোগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিয়ে ৫ অক্টোবর এবারের বিশ্বকাপের শুরু হয়। সে বছর পরাজিত হওয়া নিউজিল্যান্ড এ বছর আহমেদাবাদে প্রধানমন্ত্রীর নামে বানানো নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের ওপর চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। এই আহমেদাবাদকে ভারতের নতুন ক্রিকেট রাজধানী হিসেবে দেখা হচ্ছে। আগামী ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় ফাইনাল খেলা দেখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেখানে হাজির থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে তৃতীয় মেয়াদে নিজের ও নিজ দল বিজেপির জয় নিশ্চিত করতে মোদি অনেক রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন। ফাইনাল খেলার অনুষ্ঠানটিকে সর্বোচ্চ জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলার যে আয়োজন চলছে,

সেটিও সেই পরিকল্পনার অংশ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত আগস্টে চাঁদে ভারতের নভোযানের সফল অবতরণ ও গত সেপ্টেম্বরে দিল্লিতে সফলভাবে জি২০ সম্মেলন অনুষ্ঠান করার পর জাতীয় জাগরণে মোদির বড় ভূমিকা থাকার কথা বারবার সামনে আসছে। তবে এই বিশ্বকাপ ফাইনালে যদি ভারত জয় পায়, তাহলে সেই অর্জনের আলাপ বিশ্বকাপ জয়ের উল্লাসে কিছুটা হলেও ঢাকা পড়ে যেতে পারে। কয়েক দশক ধরে ভারতের রাজনীতিকেরা এই বিষয়টি আমলে নিয়ে আসছেন যে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা ভোটারদের মন জয় করা সহজ করে। সে কারণে ভারতীয় রাজনীতি ও ক্রিকেট আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বকাপে যদি ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়, তাহলে সন্দেহাতীতভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদির মুকুটে আরও একটি বিজয়পালক যুক্ত হবে। এটিকে ভারতের উত্থানের একটি ধাপ হিসেবেও প্রচার করা হবে। আর ভারতের পরাজয় হলে ভারতীয় দলে ১৫ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে যে দুজন মুসলমান আছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের অভাব থাকার অভিযোগ নেমে আসবে। ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রভাবশালী সেক্রেটারি জয় শাহ ভারতের দ্বিতীয় প্রধান শক্তিধর নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে। এর আগে দিল্লির শীর্ষ ক্রিকেট প্রশাসক ছিলেন মোদির প্রয়াত অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। জেটলির মৃত্যুর পর রাজধানীর প্রধান ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নাম তাঁর নামেই রাখা হয়। মোদি তাঁর নিজের রাজ্য গুজরাটের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। ভোটের হিসাবনিকাশের বাইরেও ক্রিকেটের সঙ্গে প্রচুর অর্থকড়ি ও বিশ্বব্যাপী প্রভাবপ্রতিপত্তির ব্যাপারস্যাপার রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, ক্রিকেট খেলাকে ঘিরে বিশ্বে যত রাজস্ব আয় হয়ে থাকে, তার ৯০ শতাংশ ভারতের দখলে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭৭ কোটি ১০ লাখ ডলার আয় করা বিসিসিআই বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট সংস্থা। বিশ্ব ক্রিকেটে ২০ ওভারের টিটোয়েন্টি ক্রিকেট বিপ্লবের অগ্রদূতও ভারত। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরের ক্রিকেটের দর্শক পূর্ণাঙ্গ পরিসরের ক্রিকেটের চেয়েও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। টিটোয়েন্টি এখন ক্রিকেটের মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক ধরন। জনপ্রিয় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) কোটি কোটি ডলারের চুক্তিতে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের এই লিগে আকৃষ্ট করে থাকে। ভারতের বিশাল সংখ্যক টেলিভিশন দর্শকের মনোযোগ কাড়ায় লাভজনক স্পনসরশিপের কারণে এটি সম্ভব হয়েছে। আইপিএলে গত পাঁচ বছরে বিসিসিআইয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে চুক্তি করা অর্থের পরিমাণ ছিল ৬২০ কোটি ডলার। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শেয়ারবাজার চাঙা হতে শুরু করেছে। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার তিন মাস আগেই ভারতের শেয়ারবাজারের সূচক ২০ শতাংশ বেড়ে যায়। ভারতের যে শহরগুলোতে খেলার ভেন্যু পড়েছে, খেলার তারিখে সেই শহরগামী বিমানের ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আহমেদাবাদগামী বিমানের টিকিটের দাম ৪১৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। সবাই বলছে, এই বিশ্বকাপ ভারতের অর্থনীতিতে প্রায় ২৬০ কোটি ডলার যোগ করবে। বিসিসিআই ভারতের স্বার্থ রক্ষার দিকটি মাথায় রেখে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময়সূচি নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে আইপিএল কখন হবে, না হবে তা বিসিসিআই একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যখন সব খেলোয়াড়কে হাতের নাগালে পাওয়া যায়, ঠিক সেই সময়টাতেই আইপিএলের আয়োজন করা হয়ে থাকে। ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, খেলার নিয়মকানুন ঠিক করা এবং বিশ্বব্যাপী ক্রিকেট রাজস্ব বণ্টনের বিষয়ে বিসিসিআই বড় ধরনের ভূমিকা রাখে বলে জনমনে পোক্ত ধারণা আছে।

জানা অজানা

নজরদারি নেই, ব্যাটারির অ্যাসিডে বাড়ছে সহিংসতা

সাদিয়া আক্তার (২০) মাস তিনেক আগে তাঁর স্বামীর কাছে বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশ পাঠান। আরেকটি বিয়ের প্রস্তুতি ছিল তাঁর। এতে ক্ষুব্ধ সাবেক স্বামী সুমন শিকদার (২৬) তাঁর মুখ ও শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেন। গত ১৬ আগস্ট মাদারীপুরের শিবচর উপজেলায় সাদিয়ার মায়ের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় করা মামলার তদন্ত করছেন শিবচর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইজারত হোসেন। গত ৬ সেপ্টেম্বর কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তিনি অ্যাসিডের উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথম আলোকে জানান, জিজ্ঞাসাবাদে সুমন তাঁদের বলেছিলেন, বাসার সোলার প্যানেলের ব্যাটারি কেটে তিনি অ্যাসিড সংগ্রহ করেন। মায়ের সঙ্গে বিরোধের জেরে গত ২৩ জুন সত্বাবা খোকন মিয়া অ্যাসিডে দগ্ধ করেন শিশু মারিয়া আক্তারকে (৮)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (বদলি হয়ে অন্যত্র গেছেন) আড়াইহাজার উপজেলার গোপালদী তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক ফজলুল হক প্রথম আলোকে বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে খোকন মিয়া ট্রাকের ব্যাটারি থেকে অ্যাসিড সংগ্রহ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। শুধু ট্রাক নয়, আটজনের বসার মতো ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাসহ সব ধরনের যানবাহন এবং অন্যান্য অনেক কিছুর ব্যাটারিতে ডাইলুটেড অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়। সাতক্ষীরায় অ্যাসিড-সহিংসতার এক ঘটনায় মাইকের ব্যাটারি থেকে অ্যাসিড সংগ্রহ করা হয়েছিল। সম্প্রতি সংঘটিত বেশ কয়েকটি অ্যাসিড সহিংসতার ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, নানা সহিংস ঘটনায় ব্যাটারির অ্যাসিড ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা অ্যাসিডসহিংসতা কমে আসার সাফল্যকে ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। কারখানা, সোনার দোকানে ব্যবহৃত ঘনীভূত অ্যাসিডের (সালফিউরিক অ্যাসিড) ওপর সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, ব্যাটারির অ্যাসিডে তা নেই। ম্যাগনাস পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেডের দেশীয় ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী মাহফুজুল কবির প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন, সোলার প্যানেলে লিড অ্যাসিড ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হলে সেটি ভেঙে অ্যাসিড বের করা সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে সোলার প্যানেলে লিড অ্যাসিড ব্যাটারি বেশি ব্যবহৃত হয়।

গাজায় কেয়ামতের মতো যেসব দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি

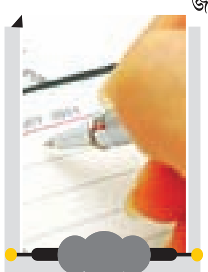

অ্যান্ড্রু মিত্রভিসসা
প্রাবন্ধিক

আমরা গাজায় যে বিপর্যয় ঘটতে দেখছি, তা গণহত্যার দিকে মোড় নিচ্ছে। এটা কোনো 'আক্রমণ' নয়। দখল নয়। কোনো যুদ্ধ নয়। পুরোদস্তুর গণহত্যা। গাজায় কেয়ামতের মতো যেসব দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা দখলদার নিষ্ঠুর সেনাবাহিনীর আসল উদ্দেশ্য কী, তার প্রমাণ। তারা আগেই বিপর্যস্ত এই একটুকরা জমির দখল চায়। এ জন্য নির্বিচারে অসহায়, বিপর্যস্ত শিশু, নারী ও পুরুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। দশকের পর দশক পশ্চিমা দেশগুলোর সম্মতি ও অনুপ্রেরণায় ইসরায়েল সরকার এবং তাদের উন্মত্ত সহযোগী বসতি স্থাপনকারীরা একটু একটু করে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই নির্মম স্বভাবের মিত্রের প্রতি সংহতি জানিয়ে পশ্চিমারা তাদের পর্যটনস্থলগুলো নীলসাদা অথবা স্টার অব ডেভিডে সজ্জিত করেছে।

এগিয়ে যাও, কাপুরুষ আর তাদের দোসরেরা। পৃথিবীকে তোমাদের প্রকৃত রংরূপ দেখাও। আমরা তোমাদের মনে রাখব। ভুল করবেন না। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর জাতিবিদ্বেষী মন্ত্রিসভার সদস্যরা বহুদিন ধরেই 'চলো ফিলিস্তিনিদের প্রাণঘাতী সহিংসতার মজা দেখাই', এই পথ ছেড়ে গাজাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে চাইছিলেন।

এই দানবীয় পরিকল্পনা নেতানিয়াহুর। তাঁর মতো ঘৃণিত মানুষই পারেন পৃথিবীর বুক থেকে গাজাকে মুছে দিয়ে গাজা শেষ করা। যে কেউ যেকোনো জায়গা, যেকোনো ফোরামে যদি এই কথা অস্বীকার করেন, তাহলে বলতে হবে তিনি মিথ্যাবাদী, অন্ধ অথবা দুই-ই। এটা ন্যায়সংগত কোনো জবাব বা প্রতিশোধ নয়, যাঁরা কখনোই ফিলিস্তিনিরা যে অন্তহীন দুর্দশা দেখেননি বা গ্রাহ্য করেননি, আমি আবারও সেই সব সেনাসদস্যের উদ্দেশে বলতে চাই, এটা গণহত্যা। আমার এই কাঠখোট্টা অভিযোগ যদি আপনাদের বিঁধে থাকে, তাহলে আমি আমেরিকার মূর্খ সংবাদ তারকা, কলাম লেখকদের চ্যালেঞ্জ করতে চাই। সাংবাদিকেরা যাঁরা সেজেগুজে ইসরায়েলে যান ও নিজেদের পররাষ্ট্রবিষয়ক সংবাদদাতা বলে প্রচার করেন তাঁদের বলি, আমাকে ও দেশের বাইরে ফিলিস্তিনি জনগোষ্ঠী ও তাদের মিত্রদের ভুল প্রমাণ করুন। তাঁরা বলছেন, অবরুদ্ধ গাজায় গণহত্যা শুরু হয়েছে। এই ভণ্ডরা আবার ফিলিস্তিনিদের হানাদার আর ইসরায়েলিদের সন্ত বলে আখ্যা দিচ্ছে। কারণ, গণহত্যার আগে তারা গাজাবাসীকে আগাম বার্তা দিয়েছে।

কূটনীতির মাধ্যমে এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধান নিয়ে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে তাগিদ, তার বাইরে আসল ঘটনা হলো, এই বর্বরতা একটা শেষের দিকে এগোচ্ছে। গাজার প্রতিটা ইঞ্চির মতো গাজাবাসীকে ও তাঁদের স্মৃতি ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হলো এবারকার উদ্দেশ্য।

ইসরায়েলের এই ধামাধরা অনুগত লোকজন কখনো গাজাকে অবরুদ্ধ করে রাখা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে যাননি। ক্ষতি, চুরি, বঞ্চনা, অমর্যাদা, অপমান আর জাতিবিদ্বেষী রাষ্ট্রের প্রাণঘাতী হামলা সহ্য করে যে লাখ লাখ মানুষ প্রজন্মের পর প্রজন্ম এখানে কোনোরকমে বেঁচে আছে, তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কোনো চেষ্টাও করেননি। তাঁরা যা করছেন তা হলো, জটিল একটি গল্পকে কালো ও সাদাদের মধ্যকার বিরোধের মতো করে অনভিজ্ঞ ও ভূগোলের জ্ঞান না থাকা মার্কিনিদের কাছে উপস্থাপন করে আসছেন। ইসরায়েলিরা সব সময় নিষ্পাপ, তাঁরা ভুক্তভোগী। ফিলিস্তিনিরা সব সময় দোষী, ষড়যন্ত্রকারী।

কাজেই জীবন বাঁচাতে যা দরকার খাবার ও পানি অবরুদ্ধ গাজায় প্রবেশ বন্ধ করে দিন। বাসাবাড়ি ও হাসপাতালে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিন। জাতিসংঘের যে স্কুলগুলোতে দিশাহারা ফিলিস্তিনি পরিবারগুলো বোমা হামলা থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের ওপর বোমাবর্ষণ করুন। বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন শিশুদের নিয়ে অন্ধকার হাসপাতালের দিকে ছোটা অ্যাম্বুলেন্সে হামলা করুন। সাদা ফসফরাস বর্ষণ করুন, যেন ফিলিস্তিনিদের হাড় পর্যন্ত পুড়ে যায়। গুজব ছড়াতে থাকুন যে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি ঠেকাতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালানো হচ্ছে। আদতে গাজাকে ২০০৫-এর ফালুজাতে রূপান্তরের চেষ্টা হচ্ছে।

'গাজা' নামক কারাগারের ফটক শক্ত করে বন্ধ করে দিন, যেন এই দশা থেকে কেউ মুক্তি না পায়, কোনো আশা যেন না থাকে। তারপর ১০ লাখের ওপর মানুষকে গাজা ছাড়ার নির্দেশ দিন, যা পালন না করলে মৃত্যু নিশ্চিত। লম্বা এই তালিকায় যুক্ত আছেন 'ভালো মানুষের' চেহারা নিয়ে বসে থাকা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীরা, যাঁরা শুধু ফিলিস্তিনিদের হামলাকে নিন্দা করেন আর ইসরায়েলিদের হামলা, ধ্বংসযজ্ঞকে স্বাগত জানান। তাই অনুগ্রহ করে কল্পনার জগতে থাকা মানুষ এবার হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে (আইসিসি) ইসরায়েলসহ দুই পক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য কাকুতিমিনতি বন্ধ করুন। কারণ আইসিসি জানে, ওয়াশিংটন ডিসিতে বসে থেকে যাঁরা এই মিথ্যার বেসাতি করছেন, তাঁদের মনে আঘাত দেওয়া ঠিক হবে না, উচিত নয়।

এদিকে নেতানিয়াহু কয়েক সপ্তাহ আগেও দুর্নীতি, ঘুষ এবং বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে যাঁর কঠোর সমালোচনা হয়েছিল, যাঁর শরীরে কর্তৃত্ববাদের ডিএনএ আছে, তাঁকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর অনুগত সমর্থকের দল আবার পুনর্বাসিত করেছে। তাঁরা বললেন, এই নেতানিয়াহু নাকি মধ্যপ্রাচ্যে সহনশীলতা ও নৈতিকতার পরম পরাকাষ্ঠা।

এমনই রোগাক্রান্ত নৈতিক চেহারা বাইডেন এবং লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ব্রাসেলস, ক্যানবেরা ও অটোয়ায় তাঁর মিত্রদের। কিন্তু এতে বিস্মিত হওয়ার মতো কিছু নেই। বর্বর ঔপনিবেশিকেরা, যাদের নিজেদেরই নিরপরাধ মানুষকে হত্যা, তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলার ইতিহাস আছে, তারা ফিলিস্তিনে অপর একটি ঔপনিবেশিক শক্তির হত্যা, নির্যাতনকে সমর্থন করবে, এটাই স্বাভাবিক।

বাইডেন ও অন্যরা যে লাখ লাখ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁদের পক্ষে কথা বলছেন না। তাঁরা কিন্তু ঠিকই ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবির প্রতি ধারাবাহিকভাবে তাঁদের সমর্থন জানিয়ে যাবেন।

কূটনীতির মাধ্যমে এই অঞ্চলের সমস্যা সমাধান নিয়ে তথাকথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে তাগিদ, তার বাইরে আসল ঘটনা হলো, এই বর্বরতা একটা শেষের দিকে এগোচ্ছে। গাজার প্রতিটা ইঞ্চির মতো গাজাবাসীকে ও তাঁদের স্মৃতি ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হলো এবারকার উদ্দেশ্য।

দুটি পৃথক দেশের ধারণা অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ও ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের কৈফিয়তদাতাদের মতো বিলাসী, আইভি লিগ শিক্ষিতদের অসম্ভব কল্পনা। ব্লিঙ্কেন তাঁর 'বসের' নির্দেশে গণহত্যার সবুজ সংকেত দিতে ইসরায়েলে গেছেন। আমরা তা-ও মনে রাখব। আমরা আরও ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে দেখব। কিন্তু ওতে ফিলিস্তিনিরা ভেঙে পড়বেন না। তাঁরা টিকে থাকবেন। হয়তো ফিরে আসাটা কঠিন, সময়সাধ্য। তবে তাঁরা পুনর্নির্মাণ করবেন।

টাকা নিয়ে প্রশ্ন মহুয়ার, অভিযোগ বিজেপি এমপির

তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে নতুন বিতর্ক। বিজেপি সাংসদের অভিযোগ, তিনি অর্থ নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করেছেন।

এই অভিযোগ করেছেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তিনি লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে চিঠি লিখে দাবি করেছেন, মহুয়া মৈত্রের সাংসদ পদ খারিজ করা হোক। অতীতেও এমন উদাহরণ আছে। স্পিকারের কাছে লেখা চিঠিতে নিশিকান্ত বলেছেন, ''আমি আইনজীবী জয় অনন্তের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি, সেখানে তিনি তথ্যপ্রমাণসহ জানিয়েছেন, মহুয়া মৈত্র পরিচিত ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে অর্থ ও উপহার পেয়ে প্রশ্ন করেছেন। জয় অনন্ত খুব পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা করে তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, সম্প্রতি মহুয়া মৈত্র ৬১টি প্রশ্ন করেছেন। তার মধ্যে ৫০টি এমন প্রশ্ন, যার সঙ্গে হীরানন্দানি ও তার ব্যবসার স্বার্থ জড়িত।''

নিশিকান্ত বলেছেন, 'অনেকগুলি প্রশ্নই আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ছিল।'' তার অভিযোগ, ''চক্রান্ত এখানেই শেষ হচ্ছে না। গত কয়েক বছর ধরে মহুয়া প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আদানি প্রসঙ্গকে এমনভাবে মিশিয়েছেন, যা দেখে মনে হবে, তিনি সরকারের কড়া সমালোচনা করছেন।'' নিশিকান্তের অভিযোগ, ''সম্ভবত নিজের অপরাধ ঢাকতেই এই কাজ করেছেন তিনি।''

জয় অনন্তের কাছ থেকে পাওয়া যাবতীয় নথিপত্রও এই চিঠির সঙ্গে স্পিকারের কাছে পাঠিয়েছেন বিজেপি সাংসদ। সেই সব নথিপত্র দেখার পর নিশিকান্তের মনে সন্দেহ নেই যে মহুয়া মৈত্র ফৌজদারি চক্রান্ত করেছেন। তিনি অধিকারভঙ্গ করেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

মহুয়া মৈত্র একের পর এক টুইট করেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন, ''জাল ডিগ্রিওয়ালা এবং বিজেপির অন্য ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে অধিকারভঙ্গের অভিযোগের ফয়সালা বাকি আছে। সেসবের পরে আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ হাতে নিলে তাকে আমি স্বাগত জানাব। আর আমি তো আদানি কয়লা কেলেঙ্কারি নিয়ে ইডির এফআইআরের অপেক্ষায় আছি।''

অন্য টুইটে তিনি বলেছেন, ''আগে আদানি অফশোর মানি ট্রেল নিয়ে তদন্তের কাজ শেষ করুক সিবিআই। তারপর আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত করুক তারা।''

অন্য একটি টুইটে তিনি বলেছেন, ''আমি বেআইনিভাবে যে অর্থ পেয়েছি, তা দিয়ে কলেজবিশ্ববিদ্যালয় কিনেছি, সেখানে 'ডিগ্রি দুবে' একটা আসল ডিগ্রি কিনতে পারবেন।'' তারপর তিনি স্পিকারকে বলেছেন, ''আগে ওর বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করুন। তারপর আমার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি তৈরি করুন।''

আরেকটি টুইটে তিনি বলেছেন, ''সামাজিক মাধ্যমে আমার কিছু ছবি বিজেপির ট্রোল সেনা সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করেছে। কিন্তু সেখানে ডিনারে অন্যদের কেন ছেঁটে ফেলা হয়েছে।''

মহুয়া বলেছেন, এভাবে তাকে দমিয়ে রাখা যাবে না।

সাময়িকী

রাশিয়াকে চুক্তির শর্ত জানানোর সময় এসেছে বাইডেন জেলনস্কির

স্টিফেন ব্রায়েন
কলামিস্ট

ইউক্রেনকে শিগগিরই দুটি বিকল্পের একটিকে বেছে নিতে হবে। বিকল্প দুটি হলো তারা লড়াই চালিয়ে যাবে নাকি যুদ্ধকে প্রলম্বিত করবে? ইউক্রেন যদি এখন রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচনার দরজা খোলা রাখে, তাহলে তারা খারকিভ, কিয়েভ, নিপ্র, ওদেসা ও লিভ গুরুত্বপূর্ণ এই পাঁচ শহরের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হবে। তাদের সেনাবাহিনীও টিকে থাকবে।

ইউক্রেন যদি রাশিয়ার সঙ্গে একটা বন্দোবস্তে পৌঁছাতে পারে, তাহলে তারা কৃষিপণ্য ও রপ্তানিপণ্য রপ্তানি করে তাদের দেশের জন্য প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় করতে পারবে। তাতে করে বিদেশে নির্বাসিত বেশির ভাগ ইউক্রেনীয় দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তবে এটাও নির্ভর করবে, একটা শান্তিচুক্তি হয়ে যাওয়ার পর ইউক্রেনের অবকাঠামো কতটা অক্ষত আছে, তার ওপর। যুদ্ধ যত প্রলম্বিত হয়, একটি দেশের শিল্পের অবকাঠামোর মেরুদণ্ড ততটাই ভেঙে পড়ে। আবার যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে শরণার্থীদের দেশে ফেরার সম্ভাবনা কমে যায়। কেননা, দক্ষ জনশক্তির বেশির ভাগই অন্যত্র কাজ খুঁজে নেয় অথবা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যায়। যুদ্ধ যদি চলতেই থাকে, তাহলে ইউক্রেন তাদের বড় শহরগুলো সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে কি না, সেই প্রশ্নটি সামনে আসছে। তারা তাদের অর্থনীতি সচল রাখতে পারবে কি না কিংবা স্বাধীন একটা সরকার বজায় রাখতে পারবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পশ্চিমাদের সহযোগিতার ভরসা খুব বেশি দিন করা ঠিক হবে না ইউক্রেনের। পশ্চিমারা তাদের যে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা তারা কবে পাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো একটা মন্দা ও বাজেটঘাটতির মধ্যে রয়েছে। যুদ্ধ যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে ইউক্রেনের পুনর্গঠন ব্যয় নিশ্চিত করেই আরও অনেক বেশি বাড়বে। আর বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ইউক্রেন পুনর্গঠনের জন্য প্রতিশ্রুত সহযোগিতা ছাড় করতে কয়েক দশক সময় লেগে যাবে। ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারকদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে যুদ্ধকে প্রলম্বিত না হতে দিয়ে একটা বন্দোবস্তের চেষ্টা করা। অনেকে মনে করেন, যত দিন পর্যন্ত সময় লাগুক, যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়া হবে বাইডেনের এই অঙ্গীকারের পেছনে আগামী নির্বাচনে তাঁর প্রচারণার বিষয়টি রয়েছে। কিন্তু জনমত বলছে, এই কৌশল ভুল।

যুদ্ধের খরচ চালানো, কর্মচারীদের বেতন দেওয়া ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ইউক্রেনকে এখন পুরোপুরি পশ্চিমাদের ওপর নির্ভর করতে হয়। সহযোগিতা পাওয়ার পরও ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এমন সব বড় সমস্যায় পড়েছে, যেটা সমাধান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। রাশিয়ার হামলা থেকে ইউক্রেনের নাগরিকদের রক্ষা করতে পারছে না দেশটির সেনাবাহিনী। ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করতে পারছে না অবকাঠামো। এর সঙ্গে আরেকটি বড় সমস্যা তৈরি হয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া দেশগুলোর গোলাবারুদ ও অন্যান্য সামরিক রসদের ঘাটতিতে পড়েছে। এই সরবরাহ ঘাটতি বহুমুখী সমস্যা তৈরি করছে। প্রথমত, নিজেদের মজুত থেকে ইউক্রেনকে অস্ত্র সরবরাহ করায় ন্যাটো দেশগুলোর নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহকারী দেশগুলো ইউক্রেনের পক্ষে যুদ্ধে নামতে পারছে না। এর কারণ তাতে করে সাধারণভাবে ইউরোপীয় যুদ্ধ শুরু হবে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগেই র‍্যান্ড এবং অন্যান্য থিঙ্কট্যাংক বলেছিল, রাশিয়ার আক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করা কঠিন হবে এবং এতে ইউরোপের পতন ঘটতে পারে। এখন আক্ষরিক অর্থেই ন্যাটোর গোলাবারুদ শেষ হয়ে এসেছে। ফলে পরিস্থিতি আরও অনেক শোচনীয়। তৃতীয়ত, ইউক্রেন যুদ্ধ ন্যাটোর বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমাদের কাছে থাকা সবচেয়ে সেরা প্রযুক্তি, যেগুলোকে এত দিন গেম চেঞ্জার বলে মনে করা হতো, সেগুলো যুদ্ধের ফলাফল পরিবর্তনে কোনো অবদান রাখতে পারছে না। পরিশেষে, যুদ্ধের যে ব্যয় ও ফলাফল, তাতে করে মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে স্থিতিশীলতা আনতে যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতায় টান পড়ছে। ২০০৮ সালে ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করে ন্যাটোকে সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ন্যাটো সম্প্রসারণের ফলাফল কী হতে পারে, সেটা পুরোপুরি অনুধাবন করা যায়নি। কেননা, এটি ন্যাটো জোট ভেঙে দেওয়ার প্রকৃত ঝুঁকি তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্র আরও শক্তিশালী ন্যাটোর কথা বলছে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন আরও বড় ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা বলছে। এই ধারণার ভিত্তিটা এসেছে জিগনিউ ব্রেজেনস্কির ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব থেকে। ব্রেজেনস্কি মূলত ঊনবিংশ শতকের ভূরাজনৈতিক কৌশলপ্রণেতা ম্যাকিন্ডারের 'স্ট্র্যাটেজিক বাইবেল' তত্ত্বের নতুন একটি সংস্করণ প্রস্তাব করেছেন। এর মূল বিষয় হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই ইউরেশিয়ান (ইউরোপ ও এশিয়ার পুরো অংশ) অঞ্চলে তার ক্ষমতা চর্চা করতে হবে।

পাঠকের চিঠি

এশিয়াড কেবলমাত্র একটি ক্রীড়া প্রতিযোগীতা নয়

এশিয়াড বা এশিয়ান গেমস কেবলমাত্র একটি মহাদেশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়। এটি এশিয়ার জনগণের সামাজিক সংহতি এবং বন্ধুত্ব সম্পর্কে একটি বিবৃতি, যারা ৪০ টিরও বেশি দেশে গোষ্ঠীভুক্ত , ১০০০ টিরও বেশি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং ১০০ টিরও বেশি ভাষায় কথা বলে থাকেন । মানবসভ্যতার শুরুর দিনগুলোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান যেমন সিন্ধু সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা এইমহাদেশেই উৎপত্তি। সিল্ক, চা, মশলা, চিত্রকলা ইত্যাদি পন্যের বিনিময়ের মাধ্যমে আমাদের পুর্বপুরুষেরা যোগাযোগ রক্ষা শুরু করেছিলেন। এই অঞ্চলগুলিকে এক এইং অভিন্ন পরিচয় দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সিল্ক রোড । উনিশতম এশিয়ান গেমসে দেশগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্বের পরিবর্তে বন্ধুত্বতা প্রমাণ করে দেশগুলোকে আবদ্ধ করতে খেলাধুলাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্তমান এশিয়াডে স্মার্ট বাতিস্তম্ভ, ফাইভ জি মোবাইল নেটওয়ার্ক, চালকবিহীন পন্য পরিবহনের গাড়ি, ইত্যাদি পরিবেশ বান্ধব এবং স্মার্ট প্রযুক্তির বহুল পরিমানে ব্যবহার অন্যান্য দেশকেও এইজাতীয় প্রযুক্তি ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করবে! দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির পরে সংস্কৃতি বিনিময় এবং প্রতিভার বিচ্ছুরণের এই সুলভ এবং সাধারন মাধ্যমই পারে এশিয়ার দেশ গুলির মধ্যে সংঘবদ্ধতা এবং সহযোগীতা কে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে।

অর্ক গোস্বামী, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

রাজ্যে নীতি বহির্ভূতভাবে ১৩৩টি মাদ্রাসার অনুমতি এবং স্বীকৃতি দেওয়ার অপরাধে এসিএস গীতা শর্মাকে বাধ্যতামূলক অবসরের নির্দেশ

আইএএস রূপজোতি শাহরিয়ার তদন্ত প্রতিবেদনে বিস্ফোরক তথ্য উন্মোচন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তন করার স্বার্থে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছেন। বিশেষ করে শিক্ষা সেতু অ্যাপ সহ বিভিন্ন সরকারি পর্টাল ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুণগত মানদন্ড উন্নয়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এমনকি রাজ্যে সরকারি ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই পরিস্থিতির মধ্যে সরকারের যাবতীয় নিয়ম নীতি বহির্ভূতভাবে রাজ্যে ১৩৩টি মাদ্রাসা শুরু করার অনুমতি এবং স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এসিএস গীতা শর্মা। অবশেষে যাবতীয় নীতি নিয়ম ভঙ্গ করার অপরাধে এসিএস গীতা শর্মাকে বাধ্যতামূলক অবসরের নির্দেশ দিয়েছে অসম সরকার। এই বিষয়টির তদন্তে নিযোজিত আইএএস রূপজোতি শাহরিয়ার তদন্ত প্রতিবেদনে স্পর্শকাতর বিস্ফোরক তথ্য উন্মোচিত হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে মাদ্রাসা শিক্ষা সঞ্চালকলায়ের ভারপ্রাপ্ত সঞ্চালকের দায়িত্ব ছিলেন এসিএস গীতা শর্মা। সেই সময়ে তিনি সরকারের যাবতীয় নিয়ম উলঙ্গা করে নীতি বহির্ভূতভাবে ১৩৩ টি মাদ্রাসা শুরু করার সরকারিভাবে অনুমতি এবং স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয়টি নজরে পড়ার পর এটা পরীক্ষা করে এসিএস গীতা শর্মাকে ২০১৬ সালের ১৭ ডিসেম্বর কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের এই কারণ দর্শানো নোটিশের যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছিলেন তিনি। তবে এরপরেও গীতা শর্মার জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে আইএএস মনিমালা ফুকন বরঠাকুরকে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিল রাজ্য সরকার।

এদিকে এরই মধ্যে অবসর গ্রহণ করেন আইএএস মনিমালা ফুকন বরঠাকুর। এসিএস গীতা শর্মার নীতি বহির্ভূতভাবে ১৩৩টি মাদ্রাসার স্বীকৃতি এবং অনুমতি দেওয়া কর্মকাণ্ডের তদন্তের জন্য রাজ্য সরকারের তরফে আইএএস রূপজোতি শাহরিয়াকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।। অবশেষে এক্ষেত্রে যাবতীয় তদন্ত করে ২০২২ সালের ২৯ জানুয়ারি রাজ্য সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেন আইএএস রূপজোতি শাহরিয়া। সেই প্রতিবেদনে এসিএস গীতা শর্মা নীতি বহির্ভূতভাবে ১৩৩টি মাদ্রাসার অনুমতি এবং স্বীকৃতি অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই ১৩৩টি মাদ্রাসা শুরু করার ক্ষেত্রে যেভাবে নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে এবং নীতি বহির্ভূতভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেটাকে কোনো ভাবেই অবজ্ঞা করা যায় না বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন আইএএস রূপজোতি শাহরিয়া।

অবশেষ এসিএস গীতা শর্মার বক্তব্য এবং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পরীক্ষা করে রাজ্য সরকারের কর্মচারী ক বিভাগ এই অফিসারকে বাধ্যতামূলক ভাবে অবসরে পাঠিয়েছে। রাজ্য সরকার মাদ্রাসা বন্ধ করার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার পর নীতি বহির্ভূতভাবে এভাবে নতুন করে মাদ্রাসা শুরু করার ক্ষেত্রে অনুমতি এবং স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার। সরকারের নীতি নীয় উলঙ্গ করা কোনো সরকারি অফিসার কর্মচারীকে রেহাই দেওয়া যে হবে না সেটা এসিএস গীতা শর্মার বিরুদ্ধে নিয়ে নেওয়া কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

আন্দোলন সঠিক পথে চলছে বাংলাদেশে ভোটার ছাড়া নির্বাচন হবে না ঃ মির্জা ফখরুল

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন যে তাদের আন্দোলন সঠিক পথে চলছে আর বাংলাদেশে এবার ভোটার ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না। তিনি বলেন, পশ্চিমা দেশগুলোর অঙ্গীকার, চলমান আন্দোলন পরিচালনায় আমাদের দলের নেতাকর্মীদের উৎসাহিত করেছে। রবিবার (১৫ অক্টোবর) এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে স্থানীয়আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা এবং এখনই আমাদের করণীয় শীর্ষক এই সেমিনারের আযোজন করে বিএনপি। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, এটা অনস্বীকার্য যে, গণতন্ত্রের প্রতি পশ্চিমা দেশগুলোর অঙ্গীকার, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে

বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য চলমান আন্দোলন পরিচালনায় আমাদের নেতাকর্মীদের উৎসাহিত করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী গতকাল (১৪ অক্টোবর) যা বলেছেন, তার মানে হলো তোরা যে যা বলিস ভাই আমার সোনার হরিণ চাই। তার মানে আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দলগুলো যাই বলুক না কেন, তিনি ক্ষমতায় থাকতে চান। মির্জা ফখরুল বলেন, ক্ষমতা দখল ও রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করে বেআইনিভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই কায়দায় আগামী নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাজনৈতিক সংকটের পেছনে এটাই কারণ। বিএনপি মহাসচিব আরো বলেন, শেখ হাসিনা যদি ভোটার ছাড়া আগামী নির্বাচন করতে চান, তাহলে এবার তা হবে না। আপনি ২০১৪ ও ২০১৮ সালের মতো নির্বাচন ২০২৪ সালে করতে পারবেন না। এটা এবার সম্ভব হবে না, কারণ জনগণ এবার আপনাকে প্রতিহত করার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মির্জা ফখরুল বলেন, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যারা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল, তারাই বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে আবার আংেদালন শুরু করেছে। একটি দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক দল হিসেবে, আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করছি। বিএনপি মহাসচিব আরো বলেন, সবাইকে মনে রাখতে হবে, একটি গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা সহজ কাজ নয়। গত এক বছরে ২২ জন সাধারণ মানুষসহ এই সংগ্রামে আমাদের অনেক নেতাকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, সরকারের দমনপদক্ষেপের অংশ হিসেবে, প্রায় ৪৫ লাখ বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেতে এদেশের মানুষ সব ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত বলে উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়া বন্দি অবস্থায় খুব অসুস্থ হলেও কখনো মাথা নত করেননি। একইভাবে, আমাদের সব নেতাকর্মী তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সুতরাং, আমি বিশ্বাস করি আমাদের সংগ্রাম অবশ্যই সফল হবে এবং আমরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবো। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে পশ্চিমা বিশ্ব গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের অঙ্গীকার ও চেতনা আমাদের সাহস দেয় এবং এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একই সঙ্গে আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে, আমরা যারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য, আমাদের আরো দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যালয় একত্রিকরণ সম্পর্কে রাজ্যের শিক্ষা মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন দল সংগঠনের বিরোধিতা

নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের একত্রিকরণ প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে সরকার মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ শিক্ষা বিভাগের বিদ্যালয় একতিকরণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষা মহল প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন দল সংগঠন এর বিরোধিতা জানিয়েছে। তবে এরপরেও নিজের স্মৃতিতে অটল রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। মূলত নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে সরকার পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী। তবে এরপরেও শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে নানা ধরনের বিভ্রান্তি।

উল্লেখ্য শিক্ষা সেতু অ্যাপ সংক্রান্তে ইতিমধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর ব্যাপক প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেছেন শিক্ষা সেতু অ্যাপের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুকে রাজ্যের ইতিহাস সর্বদা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাছাড়া ভালো কাজের বিরোধিতা না করার জন্য রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া বিদ্যালয় একত্রিকরণ সম্পর্কেও মতামত ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হতেই হবে। কারণ বহু বেশি সংখ্যায় বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি বিদ্যালয়ে থাকা উচিত। এক কিলোমিটারের মধ্যে যদি পাঁচটি বিদ্যালয় থাকে তাহলে কিভাবে চলবে। যদি মানবতার জন্য করা প্রাদেশিকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে কোনো বিদ্যালয় শুরু করা হয় তাহলে সেখানে ছাত্রছাত্রী থাকবে না। সারাদেশে এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি বিদ্যালয় থাকার নিয়ম রয়েছে। একইভাবে পাঁচ কিলোমিটার মধ্যে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকার কথা উল্লেখ হয়েছে। ফলে একটি স্থানে যদি এক কিলোমিটার মধ্যে পাঁচটি বিদ্যালয়ে থাকে তাহলে সেখানে অধিক সন্তান জন্ম দিতে হবে। সেটা না হলে পাঁচটি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে একটি বিদ্যালয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে সেই বিদ্যালয়ের গুণগত মানদন্ড বৃদ্ধি পাবে বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত বিদ্যালয়ে একত্রিকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন দল সংগঠন ইতিমধ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের সমালোচনা করেছে। তাদের অভিযোগ অনুযায়ী সরকার একত্রিকরণের আছিলায় সরকারি বিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়ার চক্রান্ত রচনা করেছে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের একত্রীকরণ নিয়ে ইতিমধ্যে বিপাকে পড়েছে শিক্ষা বিভাগ। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই যাবত রাজ্যের সর্বমোট ১৭৭৮ টি বিদ্যালয়ের একত্রিকরণ হয়েছে। এরমধ্যে ১০১৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৭৬৫ টি প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় রয়েছে। এই একত্রিকরণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকাটি মূল শর্ত হিসেবে নিতে হবে বলে ২০২৩ সালে জারি করা রেশনালাইজেশনের অফিস মেমোরেন্ডামে উল্লেখ রয়েছে। তবে বহু ক্ষেত্রে সেটা মানা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

তবে এক্ষেত্র শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে ৩০ জন থেকে কম ছাত্রছাত্রী থাকা ১১২৭২ টি বিদ্যালয়ের অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রিকরণ করার প্রস্তাবটি শিক্ষার অধিকারের নীতির ভিত্তিতে রূপায়ন করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া একত্রিকরণ সংক্রান্তে এই প্রতিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের সচিবকে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। তবে শিক্ষার অধিকার আইন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে নানা পৃথক পৃথক পদক্ষেপ নেওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী বক্তব্যের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাচ্ছেন সমালোচকরা। এর ফলে এই বিষয়টি বর্তমান আলোচনার অন্যতম মূল বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

বিএনপি শর্ত প্রত্যাহার করলে সংলাপের বিষয়ে বিবেচনা করবে সরকার ঃ ওবায়দুল কাদের

ঢাকা ঃ বিএনপি শর্ত বাতিল করলে সরকার সংলাপের বিষয়টি বিবেচনা করবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। রবিবার (১৫ অক্টোবর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি বলছে, তারা প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ চায়, সংসদ ভেঙে দেয়ার দাবি করছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন বাতিল চায়। বিএনপি শর্ত প্রত্যাহার করলে, তবেই আমরা সংলাপের কথা ভাববো। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন তবে, আমরা কোনো শর্তসাপেক্ষ সংলাপ নিয়ে মাথা ঘামাই না। এর আগে, এনডিআই'র কোচেয়ার কার্ল এফ ইন্ডারফার্থ বলেন, ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনের অচলাবস্থা নিরসনের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে কার্যকরী সংলাপ। এ বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা (যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকনির্বাচন মূল্যায়ন দল) আমাদের সঙ্গে সংলাপের বিষয়ে (অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে) কোনো আলোচনা করেনি। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলেছি এবং এ বিষয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছি। সাংবাদিকরাও প্রশ্ন তোলেন। সংলাপের বিষয়ে তারা কিছু বলেননি। এখন তারা যদি মনে করে (সংলাপ প্রযোজন) তাহলে সেটা তাদের ব্যাপার। বিএনপির সঙ্গে সংলাপের সম্ভাব্য বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপির সঙ্গে সংঘাতের পেছনে সরকার দায়ী নয়। সংবিধান অনুযায়ী আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান তিনি। বলেন, আমরা সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করবো। বিশ্বের অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হয়, সেভাবেই আমরা নির্বাচন করবো।

নিমডিহ মুখিয়া সংঘ বিডিও এবং সিও কে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়ে স্বাগত জানায়

জামশেদপুর(অনিশা গোরাই) ঃ মূখিয়া অ্যাসোসিয়েশন নিমডিহ সভাপতি বরুণ কুমার সিংয়ের নেতৃত্বে, মুখিয়াগণ নিমডিহ ব্লকে নবনিযুক্ত ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক কুমার এস অভিনব এবং সার্কেল আধিকারিক প্রণব অম্বস্থকে পুষ্পগুচ্ছ উপহার দিয়ে স্বাগত জানান। এই উপলক্ষে, বরুণ কুমার সিং বলেন যে কর্মকর্তারা সময়মতো প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে সহযোগিতা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিডিও ও সিও বলেন, উন্নয়নমূলক কাজসহ জনসাধারণের অন্যান্য কাজে কর্মকর্তাকর্মচারীরা সদা প্রস্তুত। জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকেও সহযোগিতা প্রত্যাশিত, যাতে নিমডিহ ব্লক উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। বিডিও বলেছে যে মধ্যস্বত্বভোগীদের কোনও প্রকল্পে আধিপত্য করতে দেওয়া উচিত নয়। এতে উন্নয়নের কাজ ঠিকমতো হয় না এবং বিশেষ কোনো ব্যক্তিরও ক্ষতি হয়। তিনি বলেন, কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও জনগণের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করে জনস্বার্থের কাজে নিমডিহ ব্লককে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে। সিও বলেন, জনপ্রতিনিধিদের বংশতালিকা বা অন্য কোনো সাদা কাগজে স্বাক্ষর করা উচিত নয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপপ্রমুখ শেফালি মাহাতো, নিমডিহ মুখিয়া সমিতির সম্পাদক সুলোচনা দেবী, মুখিয়া দময়ন্তী সিং, মুখিয়া সুভাষ সিং প্রমুখ।

'দেবশিশু' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মহৎ উদ্যোগ

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ মা আসছেন। পুজোর আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন। পাড়ায় পাড়ায় পুজো মন্ডপের প্রস্তুতি শুরু। মায়ের আগমনে নতুন পোষাক পেয়ে অনেকের মুখে হাঁসি ফুটেছে। আবার গজাবুরু পাহাড়ের কোলে অবস্থিত প্রত্যন্ত গ্রামগুলোর অনেকের পুজোর জামাকাপড় হয় নি। সেই সব মানুষদের কথা ভেবে প্রতি বছরের মতো এবছরও এগিয়ে এলো পুরুলিয়া শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দেবশিশু । রবিবার আড়ষা ব্লকের হেঁসলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পারকিডিহি গ্রামের কচিকাচাদের জন্য পুজোর নতুন বস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো দেবশিশু। এদিন গ্রামের ১০২ জন বাচ্চার হাতে নতুন পোষাক তুলে দেওয়া হয়। দেবশিশু সংস্থার কর্নধার পারমিতা চ্যাটার্জী মহাশয়া জানান এই কাজে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন সমাজসেবী নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ভগতু সহিস, দেবাশিস মোদক, শম্ভু মাহাত সহ আরও অনেকে। দেবশিশু সারা বছর শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন কাজ করে থাকে । পুজোর নতুন বস্ত্র পেয়ে খুশির হাওয়া গ্রাম জুড়ে।

আলোচিত ধর্মশালার আউটফিল্ড দেখে আনন্দই পাচ্ছেন নেদারল্যান্ডস কোচ

কলকাতা ঃ ৭ অক্টোবর আফগানিস্তান-বাংলাদেশের ম্যাচের পর থেকেই বিশ্বকাপের অন্যতম আলোচনার বিষয় ধর্মশালার হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামের আউটফিল্ড। এমন মাঠে বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টের খেলা কীভাবে হয়, সে প্রশ্নও উঠেছিল। তবে আউটফিল্ড নিয়ে নেদারল্যান্ডস কোচ রায়ান কুকের তেমন কোনো অভিযোগ নেই। বরং এটি দেখে তারা নাকি একটু আনন্দই পাচ্ছেন! এ মাঠের আউটফিল্ডের অবস্থা এমন ছিল, ফিল্ডারদের ডাইভ দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার কথাও বলা হয়েছিল। আগামীকাল এ মাঠেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচটি খেলতে নামবে নেদারল্যান্ডস। তবে ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে ধর্মশালার 'আলোচিত' আউটফিল্ড নিয়ে প্রশ্নের জবাবে কুক বলেছেন, 'আউটফিল্ডের ব্যাপারে বলতে গেলে, আমরা নেদারল্যান্ডস থেকে এসেছি। আসলে একটু আনন্দই পাচ্ছি আউটফিল্ড দেখে, কারণ এটি আমরা যেসব মাঠে খেলি, সেগুলোর বেশির ভাগের চেয়ে হয়তো ভালো।'

আইসিসির সহযোগী সদস্য নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেট অবকাঠামো যে তেমন উন্নত নয়, কুকের কথাতে সেটির সরাসরি ইঙ্গিতই আছে। অবশ্য আগের দুটি ম্যাচ হায়দরাবাদে খেলার পর এবার কন্ডিশন ভিন্ন হবে, কুক মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটিও, 'অবশ্যই আমরা আগে যেসব ভেন্যুতে খেলেছি, সেগুলোর চেয়ে একটু আলাদা। ম্যাচ চলার সময় ছেলেদের মানিয়ে নিতে হবে।'

১০ অক্টোবর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচের পর এ মাঠে খেলা হয়নি। এর মাঝে কিছু সংস্কারকাজ করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। এ মাঠে অনুশীলনের পর অবশ্য খুব একটা অসন্তুষ্ট হননি দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমাও। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় মাঠটা একটু এবড়োখেবড়ো আছে। আমরা গতকাল ফিল্ডিং অনুশীলন করেছি, সত্যি বলতে কি, যতটা খারাপ দেখায় ততটা মনে হয়নি। তবে ম্যাচে কেমন থাকে সেটি দেখতে হবে। আমরা আরেকটু সতর্ক হওয়ার ব্যাপারে কথা বলেছি।'

সেটি কীভাবে, সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন বাভুমা, 'হয়তো ডাইভিংয়ের টেকনিক বদলাতে হবে, তবে ম্যাচের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে সেটি কতটা সহজ হবে না জানি না। আমার মনে হয় একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। তবে যেমনটি বললাম, গতকাল ফিল্ডিং করে ততটা বাজে মনে হয়নি। তবে কাল ম্যাচে খেলার সময়ই আসলে বুঝতে পারব।' দক্ষিণ আফ্রিকা-নেদারল্যান্ডসের পরপর অবস্থানগত সৌন্দর্যে নান্দনিক এ মাঠে হবে আরও দুটি ম্যাচ। ২২ অক্টোবর স্বাগতিক ভারতের পর ২৮ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলবে নিউজিল্যান্ড।

ক্রিকেট মাঠেও 'জয় শ্রীরাম' বিতর্ক

আহমেদাবাদ ঃ ভারত-পাকিস্তাম ম্যাচে জয় শ্রীরাম বলা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ভারতের রাজনৈতিক মহলে। আহমেদাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিন গ্যালারি থেকে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি উঠেছিল মহম্মদ রিজওয়ানকে লক্ষ্য করে। পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটারকে অস্বস্তিতে ফেলতেই একাজ করা হয়েছিল বলে কেউ কেউ দাবি করছেন। এবার সরাসরি ওই ঘটনা নিয়ে সরব হলেন দক্ষিণ ভারতের রাজনীতিক তথা তামিলনাড়ুর মন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন। এক্স (সাবেক টুইটার) সোশ্যাল মিডিয়ায় উদয় লিখেছেন, ভারত তার খেলোয়াড়ি মনোভাব এবং অতিথি বৎসলতার জন্য পরিচিত। কিন্তু পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে তা গ্রহণযোগ্য নয়। খেলা এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সম্পর্ক মজবুত করে, বিভেদ তৈরি করে না। খেলার মাঠে তাই খেলোয়াড়ি মনোভাব দেখানো উচিত। স্ট্যালিনের এই বক্তব্য সামনে আসতেই শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপি সরাসরি আক্রমণ করেছেন তাকে। স্ট্যালিনকে 'মশা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে স্ট্যালিন 'বিষ ছড়াচ্ছেন'। বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র গৌরব ভাটিয়া লিখেছেন, 'ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া ছড়ানোর মশা আবার বাইরে বেরিয়ে পড়েছে বিষ ছড়ানোর জন্য। মাঠে নামাজ পড়ার জন্য খেলা বন্ধ হয়ে গেলে তখন এই ব্যক্তি কিছু বলেন না।' এরপরেই বিজেপি নেতার বক্তব্য, শ্রীরাম গোটা দুনিয়াজুড়ে বিরাজমান। জয় শ্রীরাম বলতেই হবে। তৃণমূলের নেতা সাকেত গোখেলও মাঠে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের অস্বস্তিতে ফেলা হয়েছে বলে দাবি করেছেন। ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন তিনিও। সাকেত আরো একধাপ এগিয়ে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০৩৬ সালের অলিম্পিক ভারতে আয়োজন করার জন্য চষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে যদি দর্শক খেলোয়াড়দের অস্বস্তিতে ফেলে তাহলে ভারতে আর কেউ খেলতে আসতে চাইবে না। আহমেদাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটার মহম্মদ রিজওয়ান আউট হয়ে গ্যালারিতে ওঠার সময় দর্শকেরা জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে থাকে। তা নিয়েই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বস্তুত, পাকিস্তানের কোচ এবং ম্যানেজারও আমদাবাদে দর্শকের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মাঠে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তোলা নিয়ে এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। ভারতীয় ফাস্ট বোলার মহম্মদ সামিকে উদ্দেশ্য করে এই ধ্বনি তোলা হয়েছিল কিছুদিন আগে। যা নিয়ে প্রবল আলোড়ন হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না।

বিশ্বকাপে পাকিস্তানকে হারানোয় ভারতকে অভিনন্দন ইসরায়েলের

আহমেদাবাদ ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ জেতানো সেঞ্চুরি গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত ব্যক্তিদের প্রতি উৎসর্গ করেছিলেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান। ব্যাপারটা ইসরায়েলের ভালো না লাগাই স্বাভাবিক। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ইসরায়েল। হামাসের আক্রমণের জবাবে ইসরায়েলের পাল্টা হামলায় গাজায় বিদ্যুৎ, খাদ্য, জ্বালানি ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানকার প্রায় ২৩ লাখ বাসিন্দার জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দশা। গাজার দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি রিজওয়ানের এই সমব্যথী মনোভাবের পরোক্ষ জবাব দিয়েছে ইসরায়েল সরকার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জবাবটা সরাসরি রিজওয়ানকে দেয়নি ইসরায়েল সরকার। গত শনিবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে জয়ী দলকে অভিনন্দন জানানো হয় ইসরায়েল সরকারের পক্ষ থেকে। ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় ভারত। ইসরায়েল সরকারের ভেরিফায়েড এক্স (টুইটার) অ্যাকাউন্ট থেকে গতকাল করা পোস্টে লেখা হয়, 'ভারতীয় বন্ধুদের ইসরায়েলের প্রতি সহমর্মিতা দেখে আমরা সত্যিই আপ্লুত হয়েছিলাম। বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভারত জেতায় আমরা খুশি। পাকিস্তান হামাস সন্ত্রাসীদের প্রতি জয়ের নৈবেদ্য দিতে পারেনি।' পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম 'জিও সুপার' জানিয়েছে, ইসরায়েলি সরকারের তরফ থেকে এই অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা হয়। ভেরিফায়েড এই অ্যাকাউন্টের পরিচিতিতেও লেখা, 'ইসরায়েল রাষ্ট্রের অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্টে স্বাগতম, ইসরায়েল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল কূটনৈতিক দল এটা (অ্যাকাউন্ট) চালায়।' ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ভুটানে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত নাওয়ার গিলন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিন নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামের গ্যালারির একটি ছবি পোস্ট করেন। সেখানে একজন ভারতীয় নাগরিককে একটি প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। 'জিও সুপার' জানিয়েছে সেই নাগরিক ভারতীয় এবং তাঁর হাতে ধরা প্ল্যাকার্ডে ছিল নরেন্দ্র মোদি ও ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর করমর্দনের ছবি।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে নাটকীয় ধস, ১৫৭-১ থেকে শ্রীলঙ্কা অলআউট ২০৯ রানে

লক্ষ্ণৌ ঃ মাঝের ওভারে ধস এবারের বিশ্বকাপে ব্যাটিংয়ের সময় দলগুলোর জন্য আতঙ্ক হয়ে উঠতে শুরু করেছে এটি। ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের অবিশ্বাস্য ধসের পর গতকাল আফগানিস্তানও পথ হারাতে শুরু করেছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে (যদিও শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ইতিহাসের অন্যতম অঘটনের জন্ম দিয়েছে আফগানরা)। এবার সেটির শিকার শ্রীলঙ্কা। লক্ষ্ণৌয়ে টসে জিতে ব্যাটিং করতে নেমে ১ উইকেটে ১৫৭ রান থেকে তারা ৪৩.৩ ওভারের মধ্যে গুটিয়ে গেছে ২০৯ রানেই। প্যাট কামিন্স ব্রেকথ্রু এনে দেওয়ার পর আরেক পেসার মিচেল স্টার্ক ও লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পাদের কাছে একের পর এক উইকেট হারিয়েছে লঙ্কানরা। ইনিংসের শুরুর দিকে লম্বা একটা সময় কিছুই পক্ষে যায়নি অস্ট্রেলিয়ার। ক্যাচ পড়েছে, রিভিউ নিয়ে আউট করার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ইনিংসের প্রথম বলেই রিভিউও হারায় অস্ট্রেলিয়া, পাতুম নিশাঙ্কার বিপক্ষে মিচেল স্টার্কের বলে এলবিডব্লুর আবেদন করেছিল তারা। মানকাডিং না করে কুশল পেরেরাকে সে সময় সতর্কও করেছেন স্টার্ক। এত কিছুর মাঝে নিশাঙ্কা ও পেরেরার জুটি করে গেছে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, যেটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অস্ট্রেলিয়ানদের হতাশা।

প্রথম ১০ ওভারে শ্রীলঙ্কা তোলে ৫১ রান, এবারের বিশ্বকাপে আগের দুই ম্যাচের চেয়ে কম যেটি। ১৮তম ওভারেই অবশ্য ১০০ পেরিয়ে যায় তারা। দুই ওপেনারই পান ফিফটি-৫৭ বলে পেরেরা, ৫৮ বলে নিশাঙ্কা। ২১.৩ ওভারে ১২৫-০, শ্রীলঙ্কা পেয়েছিল দারুণ এক ভিত। সে জুটি ভাঙেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, প্রথম ২ উইকেটই নেন তিনি। তাঁর শর্ট বলে ক্যাচ তোলেন ৬৭ বলে ৬১ রান করা নিশাঙ্কা, মিডউইকেট থেকে ছুটে গিয়ে যেটি দারুণভাবে নেন ডেভিড ওয়ার্নার। নিশাঙ্কা ফিরলেও শ্রীলঙ্কা অবশ্য গতি কমানোর ইঙ্গিত দেয়নি, ওই উইকেটের পরের ৪ ওভারে আসে ২৯ রান। সেটিই অস্ট্রেলিয়াকে আরেকটি উইকেট নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। কামিন্সের সিমে পড়ে ভেতরের দিকে ঢোকা দারুণ এক বলে বোল্ড হন ৮২ বলে ১২ চারে ৭৮ রান করা পেরেরা। শ্রীলঙ্কার পথ হারানোর শুরুটাও বলা যায় সেখান থেকেই।

অস্ট্রেলিয়া আঘাত করতে থাকে নিয়মিত, ক্রিজে কোনো ব্যাটসম্যানই থিতু হতে পারেননি সেভাবে। মিডল অর্ডারে কোনো জুটি দাঁড়াতেই পারেনি। অবশ্য এতে অস্ট্রেলিয়ানদের যেমন কৃতিত্ব আছে, শ্রীলঙ্কানদের পরিকল্পনাহীন ব্যাটিংয়ের দায়ও তাতে কম নয়। আগের দুই ম্যাচে ১৯৮ রান করা কুশল মেন্ডিস আজ অ্যাডাম জাম্পার বলে ক্যাচ তোলেন ওয়াইড লং অনে, আবার ভালো একটি ক্যাচ নেন ওয়ার্নার। সাদিরা সামারাবিক্রমা হন এলবিডব্লু। বৃষ্টিতে এরপর ২৫ মিনিটের মতো বন্ধ ছিল খেলা, কিন্তু এরপরও থামেনি শ্রীলঙ্কার উইকেট পড়া।

এক দিকে চারিত আসালাঙ্কা টিকে ছিলেন, কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দিতে পারেননি ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা, দুনিত ভেল্লালাগেরা। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আসালঙ্কা আউট হয়েছেন ২৫ রান করে। ওপেনারদের পর একমাত্র তিনিই ছুঁয়েছেন দুই অঙ্ক। মাঝে লক্ষ্ণৌয়ে ঝড় উঠেছিল, প্রবল বাতাসে গ্যালারিতে থাকা ব্যানার খুলে যাওয়াতে কিছুক্ষণ বন্ধও থাকে খেলা। শ্রীলঙ্কার ইনিংসও আজ এলোমেলো হয়ে পড়েছে হঠাৎ ওঠা এক ঝড়েই।

ভারত থেকে অনেকে ইসরায়েলের হয়ে যুদ্ধে যেতে চায়

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক): ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত নওর গিলন বলেছেন বহু ভারতীয় তাদের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন এবং এর জন্য তিনি আপ্লুত। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি এও উল্লেখ করেন যে হামাসের সঙ্গে তার দেশের চলমান যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য বহু ভারতীয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

মি. গিলন একটু হাল্কা চালেই বলেছেন এত সংখ্যক ভারতীয় যুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক হতে চেয়েছেন যা দিয়ে আরও একটা বাহিনীই বানিয়ে ফেলা যায়।

কিন্তু এত সংখ্যক ভারতীয় কেন যুদ্ধে যেতে চাইছেন বা ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করছেন?

সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাতকারে নওর গিলন বলেছেন, আমার কাছে এটা খুবই আশাপ্রদ ঘটনা, খুবই আবেগের ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদী)'র কাছ থেকে আমরা যে মাত্রার সমর্থন পেয়েছি, সেই শনিবার যখন পুরো চিত্রটাই পরিষ্কার হয় নি। তিনি বিশ্বের প্রথম নেতাদের মধ্যে একজন, যারা খুব স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা জানিয়ে টুইট করেছিলেন। এটা আমরা কখনই ভুলব না।

ভারতের মন্ত্রী, বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেও তিনি সাহায্যের আশ্বাস পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন মি. গিলন।

এই সাক্ষাতকারেই তিনি বলেছেন, এটা ছবির একটা দিক। দূতাবাসের (ইসরায়েলি দূতাবাস) সামাজিক মাধ্যমগুলো দেখুন। খুবই আশ্চর্যজনক। সবাই আমাকে বলছে যে আমি স্বেচ্ছাসেবক হতে চাই এবং আমি ইসরায়েলের পক্ষে লড়াই করতে চাই এই শক্তিশালী সমর্থন নজিরবিহীন।

আমি স্বেচ্ছাসেবকদের (ভারতীয়দের) সাথে আরেকটি আইডিএফ (ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী) গঠন করতে পারি। শেষের বাক্যটি আক্ষরিক অর্থে বলেন নি হয়ত।

কিন্তু ইসরায়েলের ওপরে হামাসের হামলার পর থেকেই অনেক ভারতীয় সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী পোস্ট করছেন যে তারা ইসরায়েলের হয়ে যুদ্ধে যেতে চান।

ভারতে ইসরায়েল দূতাবাসের এক্স হ্যান্ডেলকে ট্যাগ করে যারা ইসরায়েলকে সমর্থন করছেন, তার থেকে কিছু আবার রাষ্ট্রদূতে এক্স হ্যান্ডেলে রিপোস্ট করা হচ্ছে, ধন্যবাদও জানানো হচ্ছে।

বিশ্বকাপের মাঠ থেকে এরকম কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্টও করা হয়েছে। এই সব সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের অন্যান্য পোস্ট দেখলে আন্দাজ পাওয়া যায় যে এঁদের একটা বড় অংশই হিন্দুত্ববাদী এবং মুসলিম বিরোধী। সেকারণেই কি হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাইছেন তারা?

যেমন হামাসের হামলার পরেই যার পোস্ট বেশ ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে 'সনাতনী' বলে দাবী করা সেই চন্দন কুমার শর্মা সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছেন যে তিনি 'ইসরায়েলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ভারত সরকার আদেশ দিলে ভারতের প্রতিটি জাতীয়তাবাদী হিন্দু ইসরায়েলে গিয়ে তাদের সমর্থনে যুদ্ধ করবে। তার পর থেকে এ ধরনের আরও পোস্ট দেখা যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমগুলিতে।

বিজেপি নেতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ বলছিলেন অনেকে ইসরায়েলের হয়ে যুদ্ধে যেতে চাইছে আর তারা হিন্দুত্ববাদের অথবা বিজেপি সমর্থক কী না, তা নিয়ে তার দল এখনই কোনও মতামত দিতে পারবে না। কিন্তু একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমি বলতে পারি যে ইসরায়েলের পাশে যে বহু ভারতীয় দাঁড়াচ্ছেন, তার দুটো দিক আছে। প্রথমত হামলার ভয়াবহতার যে ছবি দেখা গেছে, সেটা বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে ভারতের নাগরিকদেরও নাড়িয়ে দিয়েছে। আর দ্বিতীয়ত ইহুদীদের প্রতি একটা সহানুভূতিও আছে ভারতীয়দের।

ইহুদীরা তো হলোকস্টের মোকাবিলা করেছে। তারা সবথেকে বেশি অত্যাচারিত হয়েছে গত শতাব্দীতে। আবার ভারত এবং ইসরায়েল দুটোই সুপ্রাচীন সভ্যতা। সেদিক থেকেও ভারতের মানুষদের একটা বড় অংশ ইসরায়েলের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে, বলছিলেন মি. নন্দ।

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ অশ্বিনী কুমার মহাপাত্র বিবিসিকে বলেছেন যে হামাস নিজেদের লড়াইটাকে ইসলামের লড়াই হিসাবে তুলে ধরেছে। আর তাই হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম বিরোধী জায়গা থেকে ইসরায়েলের পাশে দাঁড়াচ্ছে। হামাস আর ইসরায়েলের লড়াইতে ভারতীয়রা দুইভাগ হয়ে গেছেন। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম বিরোধিতার কারণে ইসরায়েলের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন।

আবার মুসলমানরা হামাসের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

যদিও অনেক দশক ধরে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের পক্ষেই থেকেছে, আর ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নয়ের দশকে শুরু হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন নভেম্বর মাসে গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা ভোট রয়েছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যে যেখানে বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী। আবার আগামী বছর রয়েছে লোকসভা নির্বাচন।

তার আগে বিজেপি হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক আরও সংগঠিত করতে হিসাব কষেই ইসরায়েল হামাস সংঘাত নিয়ে মন্তব্য করছে বারবার।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও হামাসের প্রথম হামলার দিনেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে ভারত ইসরায়েলের পাশে থাকছে। ওই মন্তব্যে কোথাও ফিলিস্তিন বা হামাসের নাম ছিল না। মি. মোদীর ওই মন্তব্যের ছয়দিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, ঐতিহাসিকভাবেই তারা ফিলিস্তিনকে সমর্থন করে এসেছে এবং সেই নীতির কোনও পরিবর্তন হয় নি।

আরব বিশ্বের কাছে ভারতের অবস্থান যাতে স্পষ্ট হয়, তার জন্যই সরকারীভাবে ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়ানোর পুরনো অবস্থান আবারও জানানো হল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

এরা যে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাইছে, বুলেট কী সেটা জানে এরা আদৌ? প্রশ্ন করছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কমান্ডো ও নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ দীপাঞ্জন চক্রবর্তী।

তার কথায়, এই যুদ্ধে যেতে চাই ইত্যাদির কোনও অর্থ হয় না। সেখানে মিসাইল, রকেট এসব ব্যবহৃত হচ্ছে। তার মুখে দাঁড়াতে পারবে এরা? সামাজিক মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলছে এরা।

তিনি আরও বলছিলেন যে যুদ্ধ করার যদি শখই থাকে, তাহলে সেনাবাহিনীতে তো অগ্নিবীর নেওয়া হল। ভারতীয় বাহিনীতেই যোগ দিতে পারত।

নেতানিয়াহু 'হামাসকে ধ্বংস' করার অঙ্গীকার করলেন

ইসরাইল ঃ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু 'হামাসকে ধ্বংস' করার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি প্রথমবারের মত যুদ্ধ সংক্রান্ত জরুরি মন্ত্রীসভার সাথে বৈঠক করেন। সেখানে বিরোধী আইনপ্রণেতা বেনি গ্যান্টজ ছিলেন। নেতানিয়াহু বলেন এটি জাতীয় ঐক্যের প্রতিফলন।

গাজায় হামাস জঙ্গীদের নিধনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্থল অভিযানের আগে সীমান্তে ৩ লক্ষ ইসরাইলি সেনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপাত্র বলেছেন, হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের উত্তরাঞ্চল থেকে সরে যেতে বাধা দিচ্ছে।

হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ফিলিস্তিনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে গাজায় জরুরি মানবিক সহায়তার প্রযোজনীয়তা নিয়ে কথা বলেছেন।

পেন্টাগন জানিয়েছে, ইসরাইলের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরী পাঠাচ্ছে।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী গাজা শহর ও উত্তরাঞ্চলের বাসিন্দাদের নির্দিষ্ট রুটে সরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করার পর তাদের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা পেরিয়ে গেছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর আন্তর্জাতিক মুখপাত্র রবিবার গাজা থেকে পাওয়া খবরের 'সত্যতা' সম্পর্কে সতর্ক থাকতে সাংবাদিক ও অন্য সবাইকে সতর্ক করেছেন।

ব্রিফিংকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল জোনাথন কনরিকাস গাজার দক্ষিণাঞ্চলে চলাচলকারী যানবাহনে বিস্ফোরণের একটি ভিডিও প্রদর্শন করে ইসরাইল ওই এলাকায় হামলা চালায়নি বলে দাবি করেন। কনরিকাস, গাজার বেসামরিক গাড়িবহরকে দক্ষিণে যেতে বাধা দেওয়ার জন্য হামাসের অবরোধের ফুটেজও দেখিয়েছেন। ভয়েস অফ আমেরিকা কনরিকাস প্রেস ব্রিফের সময় উপস্থাপিত চিত্রগুলি সত্যতা যাচাই করতে পারেনি।

আইডিএফের মুখপাত্র আরও বলেন, হামাস জনগণকে ঘরে থাকার এবং সরে না যাবার আহ্বান জানিয়েছে।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর উত্তর গাজার বাসিন্দাদের দক্ষিণে সরে যাওয়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর ব্যাপক স্থল হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসরাইল।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

টুকরো খবর

ডেঙ্গি নিয়ে পুরসভা অভিযান যুব মোর্চা

আলিপুরদুয়ার ঃ রাজ্য জুড়ে জোরালো থাবা বসিয়েছে ডেঙ্গি।এর থেকে বাদ পড়েনি চা বাগান ঘেরা প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ারও। আলিপুরদুয়ারে শহরে ও গ্রামে বেশ কিছু ডেঙ্গি আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ইতিমধ্যেই ডুয়ার্স কন্যায় স্বাস্থ্য দফতর সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে বৈঠক করেছেন জেলা শাসক স্বয়ং। কিন্তু তারপরেও চিত্রটা তেমন বদলায় নি। তাই এদিন ডেঙ্গু রুখতে ব্যর্থ আলিপুরদুয়ার পুরসভাতে অভিযান চালায় বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা। তাদের বক্তব্য ছিল আলিপুরদুয়ারে ডেঙ্গি রুখতে ব্যর্থ হয়েছে পুরসভা। তাই দ্রুত ডেঙ্গি রুখতে বেশ কয়েকটি দাবি সম্বিলিত একটি স্মরকলিপি তাদের তরফ থেকে চেয়ারম্যান কে দেওয়া হয়।

সরকারি, বেসরকারি ব্যাঙ্কের পর এবার শিলিগুড়িতে একদল যুবকযুবতীর দ্বারা শুরু হল ফুড ব্যাঙ্ক

শিলিগুড়ি ঃ আমরা ব্যাঙ্ক বলতে বুঝি টাকা জমা বা তোলার একটি নির্দিষ্ট জায়গা, যা সরকারিও হতে পারে বা বেসরকারিও হতে পারে... তবে অনেকেরই হয় তো জানা নেই ফুড ব্যাঙ্ক কি জিনিস? ঠিক তেমনি আজ শিলিগুড়ির একাধিক এলাকায় হাতে লিফলেট নিয়ে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা গেল একদল যুবকযুবতীদের... জানা যায় তারা শিলিগুড়ি বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন নামক একটি সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যা সম্পূর্ণ রূপে যুবকযুবতী ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তৈরি অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে একটি ইয়ুথ অর্গাইনাইজেশন বলা যায় এবং তাদের তৈরি এই পুজোয় এক বিশেষ উদ্যোগ যার নাম হল ফুড ব্যাঙ্ক... আজ্ঞে হ্যা, একদমই তাই... তারা জানায় যে তারা সারাবছর একাধিক সামাজিক কাজ করে থাকে, যার মধ্যে অন্যতম হল বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ি অথবা কারো বিশেষ দিন সেলেব্রেশনের মাধম্যে খাবার সঞ্চয় করে প্রয়োজনীয় মানুষদের হাতে তুলে দেওয়া... তবে এবার পুজোয় তাদের একটু আলাদা চিন্তাভাবনা... এদিন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়ন্তনী ঘোষ জানান, যে পুজোর মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে বা হোটেলে খাবার বেঁচে যেতে, অধিক রাত হয়ে যাওয়ায় যা ফেলে দিতে বাধ্য হন হোটেল বা রেস্টুরেন্ট কতৃপক্ষ, ঠিক তেমনি পুজো মণ্ডপগুলোতেও অনেক সময় দেখা যায় ভোগ প্রসাদ বেঁচে যেতে, তাই এবার তারা চিন্তাভাবনা করেছে যে পুজোর মধ্যে কোনো রকম যাতে খাবার অপচয় না হয়, যা দরুন তাদের এই ফুড ব্যাঙ্ক এর চিন্তাভাবনা... যার মধ্য দিয়ে পুজো দিনগুলো সেই বেঁচে যাওয়া খাবার ফেলে না দিয়ে তারা যাতে সঞ্চয় করে প্রয়োজনীয় মানুষদের হাতে দিতে পারে সেই দিকেই লক্ষ রেখে এই চিন্তাভাবনা তাদের...তাই এদিন শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে ডাবগ্রাম পর্যন্ত প্রায় ৫০ এর বেশি হোটেল রেস্টুরেন্টে তাদের লিফলেট দিয়ে আসে তারা, যার মধ্যে তাদের সমস্ত কন্টাক্ট ডিটেলস রয়েছে বলে জানায় তারা... পাশাপাশি তারা জানান এদিন রথখোলা, রবীন্দ্রসংঘ, সঙ্ঘশ্রী, সূর্যনগর, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন, তরুণ তীর্থ সহ একাধিক পুজো কমিটি গুলিকে এদিন তারা তাদের লিফলেট তুলে দেয় এবং তারা জানায় আগামীদিনে শহরের আরও বেশকিছু জায়গায় তারা এইভাবেই প্রচার চলাবে যাতে মানুষ এগিয়ে আসে... কারণ তাদের লক্ষ এবার পুজোয় খাবার অপচয়মুক্ত হোক, তাই এই প্রচেষ্টা... অপরদিকে তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছে শহরবাসী...

দাপুটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির রেস যেন থামতে চাইছে না

মালদা ঃ মালদার দাপুটে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির রেস যেন থামতে চাইছে না। একটার পর একটা ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। প্রাথমিকে চাকরি পাওয়ার টোপ দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগের পর, এবার সরকারি রেশন ডিলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ৮ লক্ষ টাকা নেওয়ার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো। যদিও প্রতারিত হওয়া মহিলা অনিতা সরকার ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মালদা আদালতে শুক্রবার একটি মামলা দায়ের করেছেন। পাশাপাশি তিনি ইংরেজবাজার থানাতেও ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছেন। মালদার দৌদন্ড প্রতাপ তৃণমূল নেতা হিসাবেই পরিচিত মুখ রয়েছেন স্বপন মিশ্রে। তৃণমূলের সরকারের আমলে একদা মালদা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান পদ সামলিয়েছেন এই স্বপন মিশ্র। এমনকি তিনি তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের কর্মধ্যক্ষ ছিলেন। শুক্রবার সেই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে রেশন ডিলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার আরও একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে জনৈক এক ব্যক্তির বাড়িতে বসে রয়েছেন তৃণমূল নেতা স্বপন মিশ্র । তিনি অবশ্য বর্তমানে তৃণমূলের জেলার সম্পাদক পদে রয়েছেন দাবি বিরোধীদের। সেই স্বপন মিশ্রকে ৫০০ টাকার বেশ কিছু বান্ডিল এক মহিলা তুলে দিচ্ছেন। উল্লেখ্য , প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ স্বপন মিশ্রের বিরুদ্ধে। সেই তৃণমূল নেতাকেই টাকা ফেরতের দাবি জানিয়ে মারধরের একটি ছবিও ভাইরাল হয়। এই ঘটনাটি জানতে পেরে প্রতারিত মহিলা অনিতা সরকার শুক্রবার মালদা আদালতে এসে ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করলেন। মালদার চাচল মহকুমার রতুয়া এলাকার বাসিন্দা অনিতা সরকার জানিয়েছেন, গত বছর নভেম্বর মাসে তৎকালীন মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ স্বপন মিশ্র আমার ছোট ছেলের নামে রেশন ডিলারশিপ পাইয়ে দেওবার কথা বলে ৮ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন । রেশন ডিলারশিপ পাব ভেবেই এতদিন চুপ করে ছিলাম। কিন্তু বৃহস্পতিবার স্বপন মিশ্রকে মারধর করার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। তাতে আমরা জানতে পারি ওই তৃণমূল নেতা বহু মানুষের কাছ থেকে প্রাথমিকে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছে। এরপরে বিচলিত হয়ে পড়ি। বৃহস্পতিবার বিষয়টি জানতে পেরে ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে যায় টাকা ফেরতের দাবিতে। কিন্তু তিনি কোন রকম সদুত্তর দেন নি। এমনকি টাকা ফেরতের কথা বলেন নি । এরপরই শুক্রবার ওই তৃণমূল নেতা স্বপন মিশ্রের বিরুদ্ধে মালদা আদালতে মামলা দায়ের করেছি। তারা যে প্রতারিত হয়েছেন সে কোথাও এক বাক্যে স্বীকার করেছেন অনিতাদেবী ও তার পরিবার। এদিকে প্রতারিত হওয়া ওই মহিলার পরিবারের আইনজীবী ইকবাল হোসেন জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। এব্যাপারে আদালতের মাধ্যমে পুলিশকে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমরা বিচারকের কাছে আবেদন জানিয়েছি। এদিকে ওই তৃণমূল নেতার একের পর এক দুর্নীতির বিষয় নিয়ে সরগরম মালদার রাজনীতি। তৃণমূলের মালদা জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন , তৃণমূল দলটাই দুর্নীতিগ্রস্ত । যে কোনো কাজ করতে গেলেই টাকা না দিলে হয় না। সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে। এরকম কেঁচো খুঁড়তে বহু কেউটে বেড়াবে। ওই দলের অধিকাংশই দুর্নীতিতে জড়িত । এটা কাটমানির সরকার । আগামী নির্বাচনে মানুষ এর জবাব দিবে। তৃণমূলের জেলা সহ সভাপতি বাবলা সরকার বলেন , স্বপন মিশ্র একসময় কংগ্রেস করতেন । তখন থেকেই তিনি দুর্নীতিগ্রস্ত। মাঝে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন । তবে এবছর তাকে আর পঞ্চায়েতে টিকিট দেয় নি রাজ্য নেতৃত্ব। স্বপন মিশ্র তৃণমূলের কেউ নন। যারা তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে তাদের বলে রাখি, ওই ব্যক্তি কি দুর্নীতি করেছে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। দলের কোনো দায়িত্ব নেবে না। এ ব্যাপারে দলকে জড়ানো হলে আমরাও আইনের পথে হাঁটবো।

বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার দাবি সামনে রেখে পৌরসভা অভিযান করলো কোচবিহার নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ

কোচবিহার ঃ বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার দাবি সহ মোট ২০ দফা দাবিকে সামনে রেখে কুচবিহার পৌরসভা অভিযান করলো কোচবিহার নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ। আজ কোচবিহার নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলখানা মোর সংলগ্ন এলাকায় জমায়েত করে কোচবিহার পৌরসভার উদ্দেশ্যে মিছিল করে রওনা দেয় নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চের সদস্যরা। কোচবিহার পৌরসভার সামনে এসে বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবার দাবিতে বিক্ষোপ্রদর্শন কোরে পৌরসভার পৌরপতির কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চের অভিযোগ সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে কোচবিহার শহর। নিকাশি নালা গুলি সঠিকভাবে পরিষ্কার করা হয় না। নাগরিক পরিষেবার দিকে না তাকিয়ে সাধারণ পৌর এলাকার বাসিন্দাদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে যাচ্ছে কোচবিহার পৌরসভা।কোচবিহার নাগরিক অধিকার রক্ষা মঞ্চের সদস্য মহানন্দ সাহা বলেন, পৌরসভা বিভিন্নভাবে নাগরিকদের ওপর করের বোঝা চাপাচ্ছে । এই পৌরসভা একটা থার্ড গভমেংট। এই পৌরসভার নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার কথা। কিন্তু এই পৌরসভাকে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। বিভিন্ন লাইসেন্স এবং ট্রেড লাইসেন্স এর নামে বার্তি টাকা নেওয়া হচ্ছে, ব্যবসায়ীদের ওপর করের বোঝা চাপানো হচ্ছে , নাগরিকদের ওপর করের বোঝা চাপানো হচ্ছে, বাড়িতে জলের ট্যাংকি থাকবে তার জন্য কর চাইছে , বাহিনী পাঠানো হচ্ছে। একটা তোলাবাজি কারখানা তৈরি হয়েছে পৌরসভা , এই তোলাবাজি কারখানা বন্ধ করার জন্য নাগরিক যে পরিষেবা দেওয়ার কথা এই কাজ পৌরসভা করুক।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
17.10.2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

বাংলাদেশে ডলারের দাম বাজারের উপর ছেড়ে দিতে অসুবিধা কোথায়?

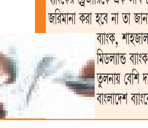

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে ডলারের দাম নিয়ে আবারো নানা বিতর্ক সামনে এসেছে। প্রতি ডলারে সরকার নির্ধারিত ১১০ টাকার পরিবর্তে ব্যাংকগুলো আরো বেশি দামে ডলার কিনছে বলে খবর সামনে আসছে। এরইমধ্যে নির্ধারিত দামের তুলনায় বেশি দাম ডলার কেনাবেচার জন্য গত পহেলা অক্টোবর ১০টি ব্যাংকের ট্রেজারিকে এক লাখ টাকা করে জরিমানা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর আগে গত ১৮ই সেপ্টেম্বর এই ১০টি ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে কেন জরিমানা করা হবে না তা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যে সব ব্যাংক এই চিঠি পেয়েছিলো সেগুলো হল এক্সিম ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংক। এছাড়া সোমবার স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোর খবরেও বলা হচ্ছে যে, নির্ধারিত দামের তুলনায় বেশি দামে ডলার কিনছে ব্যাংকগুলো। আর এতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সায় আছে বলেও দাবি করা হচ্ছে এসব প্রতিবেদনে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র মেজবাউল হক ব্যাংকগুলোতে বেশি দামে ডলার কেনাবেচা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

‘পুনরায় গাজা দখল করা ইসরায়েলের জন্য বড় ভুল হবে’ ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, হামাসকে অবশ্যই উপড়ে ফেলতে হবে এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন পথ অবশ্যই পাওয়া যাবে। সিবিসি সিক্সটি মিনিটস কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরান ও হেজবুল্লাহকে এই সংঘাতে জড়িয়ে তা আরো না বাড়ানোর জন্য সতর্ক করেন।

এই মুহূর্তে গাজায় ইসরায়েলি দখলদারিত্ব সমর্থন করেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, এটা হবে একটি বড় ভুল।

মি. বাইডেন বলেন, হামাস এবং হামাসের অংশগুলো চরমপন্থি উপাদানগুলো পুরো ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। আর আমার মনে হয় আবারো গাজার দখল নেয়াটা ইসরায়েলের জন্য একটি ভুল পদক্ষেপ হবে।

কিন্তু গাজায় প্রবেশ করে চরমপন্থিদের বের করে আনাটা...এখন জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে, তিনি সাক্ষাৎকারের একটি ক্লিপে বলেন যা গত রোববার রাতে সম্প্রচারিত হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, ইসরায়েল অবশ্যই যুদ্ধের নীতি মেনেই পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।

মি. বাইডেন বারবারই বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে ইসরায়েলের। গত সপ্তাহে চালানো হামাসের হামলাকে তিনি শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জিম্মি হওয়া নাগরিক যারা এখনো জীবিত আছে তাদের মুক্ত করতে সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত কিছু বলতে চাই না, তবে এতটুকু বলছি যে, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি।

এর আগে রোববার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর নিশ্চিত করেছে যে, ১৩ জন আমেরিকার নাগরিক নিখোঁজ রয়েছেন। তারা হামাসের কাছে জিম্মি হয়ে আছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই নৃশংসতা থামানো এবং দায়ীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘ হুঁশিয়ার করে বলেছে, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজার সব হাসপাতালের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে। এর ফলে হাজার হাজার রোগীর প্রাণ শঙ্কার মধ্যে পড়বে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি।

বেশ কয়েকটি সহায়তা সংস্থাকে গাজায় ত্রাণ নিয়ে প্রবেশ করতে দেয়ার আহ্বান জানানোর পর এই খবর আসলো। এই সংস্থাগুলো জ্বালানি এবং পানি সরবরাহ করার মতো সহায়তা দিতে আগ্রহী।

এর আগে ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস এর ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত ফিলিস্তিনি চিকিৎসক ঘাসান আবু সিত্তা জানিয়েছেন, তার হাসপাতালে রোগীদের সেবা দেয়ার মতো পর্যাপ্ত সরঞ্জাম নেই।

তিনি বিবিসিকে বলেন, এই জরুরী পরিস্থিতিতে আমাদের প্রতিদিন এক মাস বা দেড় মাস চলার মতো চিকিৎসা সরঞ্জাম দরকার হচ্ছে।

গাজার বাসিন্দাদের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হচ্ছে। জল, খাবার, জ্বালানি এবং ওষুধ সব কিছুরই ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

এদিকে ইসরায়েলি সেনারা এখনো সীমান্তে জড়ো হচ্ছে। হামাসের সশস্ত্র সদস্যদের বিরুদ্ধে স্থল অভিযান শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

ইসরায়েল গাজার উত্তরাঞ্চলে বাস করা ১১ লাখ ফিলিস্তিনিকে দক্ষিণে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ এরই মধ্যে এই নির্দেশনা মেনে নিয়ে সরে গেছে। ফলে দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিস শহরে রাতারাতি জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

জাতিসংঘ বলেছে, মধ্যপ্রাচ্য নরকের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে এবং ইসরায়েলকে ত্রাণ প্রবেশ করতে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে হামাসের সশস্ত্র সদস্যরা সীমান্ত পার হয়ে ইসরায়েলে গিয়ে হামলা চালানোর পর এখনো পর্যন্ত ১৪০০ মানুষ নিহত হয়েছে।

আর এর পর গাজায় ইসরায়েলি পাল্টা হামলায় এখনো পর্যন্ত ২৪৫০ জন নিহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ধ্বংসস্তুপের নিচে প্রায় এক হাজার মানুষ নিখোঁজ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম হওয়ার কারণে এক শিশুসহ দুই জনকে ছুরিকাঘাত করে মেরে ফেলার ঘটনায় এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে হত্যা এবং হেইট ক্রাইম বা ঘৃণা বিদ্বেষমূলক হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে।

জোসেফ সিজুবা নামে ৭১ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগে বলা হয়, তিনি ইলিনয় রাজ্যের প্লেইনফিল্ড এলাকায় ছয় বছর বয়সী একটি ছেলেকে হত্যা এবং ৩২ বছর বয়সী এক নারীকে আহত করেন।

ছেলেটিকে ২৬ বার ছুরিকাঘাত করা হয়েছে।

এক বিবৃতিতে উইল কাউন্টি শেরিফের দপ্তর থেকে জানানো হয়, গোয়েন্দারা নিশ্চিত হয়েছে যে, এই বর্বর হামলার ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মুসলিম হওয়ার কারণেই তাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাতের কারণেই এই হামলা চালানো হয়েছে।

খান ইউনিসে জিনিসপত্রের মজুদ শেষ হয়ে আসছে। এই শহরটিতে সাধারণত চার লাখ মানুষের বসবাস। কিন্তু এক রাতের মধ্যে এই সংখ্যা ১০ লাখের বেশি হয়ে গেছে।

এখানকার হাসপাতাল যেখানে এরইমধ্যে প্রয়োজনীয় সরবরাহ কমে এসেছে, সেখানে শুধু অসুস্থ আর আহতদেরই স্থান দেয়া হয়নি, বরং এটি এখন একটি আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

বারান্দায় লাইন ধরে আশ্রয় নিয়েছে শরণার্থীরা। এর মধ্যেই চিকিৎসকরা ইসরায়েলি বোমা হামলায় নতুন করে আহত হওয়া লোকজনকে সেবা দিচ্ছেন। এদের সবার সম্মিলিত আওয়াজে কানে তালা ধরার অবস্থা হয়।

তবে এখানে আসার জন্য লোকজনকে দোষও দেয়া যায় না। কারণ আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, যুদ্ধের সময় হাসপাতালই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

অনেক দিক থেকে দেখতে গেলে এই মানুষগুলো ভাগ্যবান, অন্তত এখন পর্যন্ত।

চিকিৎসকরা বলছেন, নতুন করে আহত হয়ে আসা এই জনস্রোতকে দেয়ার মতো তেমন কিছুই তাদের নেই। প্রতি রোগীর জন্য দিনে ৩০০মিলিলিটার পানি বরাদ্দ। আর শরণার্থীদের কিছুই দেয়া হয় না।

অন্য জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দারা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। অনেক ছোট অ্যাপার্টমেন্টে যেখানে আগে থেকেই ধারণ ক্ষমতার বেশি মানুষ বসবাস করতো, সেগুলোও এখন ৫০-৬০ জন লোকের আবাস হয়ে উঠেছে।

‘সংঘাত বাড়লে সেটি পুরো এলাকার জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে’ জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেছেন, গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের মিশরে চলে যাওয়াটা তার দেশের কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজ আওয়ারকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, লোকজনকে সরিয়ে নেয়া বা স্থানান্তর করাটা কোন সমস্যার সমাধান করবে না এবং বিশ্বের উচিত ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন দুই দেশেরই বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার ঘটনায় নিন্দা জানানো। তিনি বলেন, ইউক্রেনে খাবার এবং পানি না দেয়াটা যুদ্ধাপরাধ হলে গাজায় একই ঘটনা যুদ্ধাপরাধ নয় কেন? জিম্মিদের ফিরিয়ে আনতে জর্ডান মিশর এবং কাতারের মতো আরব দেশগুলোর সাথে মিলে কাজ করছে। জিম্মিদের মধ্যে বয়স্ক এবং শিশুদের মুক্ত করার সম্ভাবনার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে মি. সাফাদি বলেন, এই ঘটনার পেছনে অনেক বেশি কাজ করতে হয়েছে। আমরা আশা করছি যে, এমন একটি স্থানে পৌঁছাবো যেখানে জিম্মিদের মুক্ত করা হবে এবং এই উত্তেজনা থামিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারবো।

এছাড়া তিনি উত্তেজনা আরো বিস্তৃত হওয়ার শঙ্কার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি এই উত্তেজনা বাড়ে এবং এটি বাড়ার মতো বাস্তব হুমকি রয়েছে, তাহলে আমরা এমন একটি দুঃস্বপ্ন নিয়ে কথা বলছি যা পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে ইসরায়েলি এক মন্ত্রীর কথা বলার সময় তাকে থামিয়ে দিয়ে মন্তব্য করার ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে ভাইরাল হন শিরেল হোগেগ।

ভিডিওতে তিনি গত সপ্তাহে হামাসের আক্রমণ ঠেকাতে না পারার জন্য ইসরায়েলি মন্ত্রীকে ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান। ওই হামলায় ১৪০০ মানুষ নিহত হয়।

আপনার ক্ষমা চাওয়া উচিত। আপনার হাঁটু গেড়ে বসে শার্ট ছিঁড়ে ফেলা উচিত কারণ আপনি ইসরায়েলি মানুষদের অশ্রু বর্ষণের কারণ হয়েছেন, মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে তিনি এসব কথা বলেন।

কাফার আজা শহরে তাদের বাড়িতে হামাস আক্রমণ চালালে তার বোন, বোনের জামাতা এবং মেয়ে আহত হয়। রোববার বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজআওয়ার অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমরা নির্বিচারে হামাসের হাতে পড়েছি। সরকার, সামরিক বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থা সবার জন্য এটা একটা ব্যর্থতা। কেউ সেটা লুকাতে পারছে না। আমরা মাত্র কয়েক ঘণ্টায় দুই হাজার মৃত্যুর কথা বলছি। এখানে একটা ব্যর্থতা আছে। আপনি দায়িত্বে থাকার সময় এটা ঘটেছে। আর এটা যেহেতু আপনি দায়িত্বে থাকার সময় ঘটেছে, তাই আমরা চাই আপনি এর দায় নিন।

তবে সেটা এখন নয়। এখন আমরা লড়বো।

গাজার খান ইউনিসে অনিশ্চিত জীবন

ইসরায়েল ঃ গাজার দক্ষিণের শহর খান ইউনিসের ওপর দিয়ে যেন মানবেতর পরিস্থিতির জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। শত সহস্র মানুষ গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে যে যা কিছু বহন করতে পেরেছে, তা নিয়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। যাদের জ্বালানি আছে তারা গাড়ি করে এসেছে, যারা ঘোড়ার গাড়ি পেয়েছে সেটায় চড়ে এসেছে। আর যারা কিছুই পায়নি তারা নিরুপায় হয়ে পায়ে হেঁটে এসেছে।

এখানে এসে তারা যা দেখতে পেয়েছে তা হল, ভেঙে পড়ার দ্বারপ্রান্তে থাকা একটি শহর। যে শহর রাতারাতি দ্বিগুণ পরিমাণ মানুষের ভার নেয়ার জন্য প্রস্তুত নয়।

প্রতিটি ঘর, প্রতিটি অলিগলি, প্রতিটি রাস্তা নারী পুরুষ আর শিশুদের ভিড়ে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তাদের আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ইসরায়েল গাজা সিটির বাসিন্দাদের তাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলে লাখ লাখ মানুষ দক্ষিণের ওই শহরে পা বাড়ায়।

হামাস বলছে, যে ১১ লাখ মানুষ গাজার উত্তরাঞ্চলকে নিজেদের আবাসস্থল বলে এতোদিন ধরে জেনে আসছে, তাদের মধ্যে চার এখন নতুনরা আসায় তারা রীতিমতো ঠাসাঠাসি করে থাকছেন।

আমি সেখানকার বিভিন্ন ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট ঘুরে দেখেছি, যেখানে ধারণ ক্ষমতার বেশি মানুষকে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। এই ছোট ছোট ফ্ল্যাটগুলো ৫০ থেকে ৬০ জন মানুষের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। কেউ এভাবে বেশি দিন বাঁচতে পারে না।

আমার পরিবার এখন অন্য আরও চারজনের সাথে দুটি ছোট বেডরুমের একটি ফ্ল্যাটে ভাগাভাগি করে থাকছে। আমরা অন্তত কয়েক মিটারের মতো ব্যক্তিগত স্থান পেয়েছি। এজন্য আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করি।

শহর জুড়ে থাকা স্কুলগুলো, যুদ্ধ থেকে নিরাপদ স্থান বলে বিবেচিত। এই স্কুলগুলো অসংখ্য পরিবারে পরিপূর্ণ - এসব মানুষের সংখ্যা হাজার হাজার, নিশ্চিতভাবে কে জানে? আপনি হয়তো গুনেও শেষ করতে পারবেন না।

জাতিসংঘের ত্রাণ বিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ দ্বারা পরিচালিত একটি স্কুলের, প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ কানায় কানায় পূর্ণ, প্রতিটি বারান্দার জায়গা লাইন ধরে মানুষের

লাখ মানুষ গত ৪৮ ঘণ্টায় সালাহ আল দিন রোড হয়ে দক্ষিণের দিকে গিয়েছে। আমি (বিবিসির সংবাদদাতা) তাদের মধ্যে ছিলাম। আমি আমার স্ত্রী, তিন সন্তান এবং দুই দিনের মতো খাবার নিয়ে খান ইউনিসে এসেছি। ইসরায়েলে হামাসের বন্দুকধারীরা হামলা চালিয়ে ১৩শ মানুষকে হত্যার পর গাজায় ইসরায়েল পাল্টা বোমাবর্ষণ শুরু করে।

ইসরায়েলের এই চলমান হামলা ও সম্ভাব্য অভিযান সত্ত্বেও হামাস গাজাবাসীকে তাদের অবস্থানে থাকার নির্দেশ দেয়। যা অনেক মানুষ গ্রহণ করেনি।

কিন্তু ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের এই সংকীর্ণ উপত্যকা এলাকার চারদিক অবরুদ্ধ এবং বাকি বিশ্বের থেকে বিচ্ছিন্ন, যেখানে সুযোগ সুবিধা ও বিকল্প অনেক সীমিত, যেখানে নিশ্চিত নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। তাই এই বিপুল সংখ্যক গাজাবাসী এক জায়গায় জড়ো হয়েছেন। যাদের অনেকে ইতিমধ্যেই বোমা হামলায় তাদের বাড়িঘর হারিয়েছেন, নিঃস্ব হয়েছেন, প্রতিনিয়ত আতঙ্কের সাথে বসবাস করছেন, সামনে কী হতে পারে কেউ কিছুই জানে না।

খান ইউনিস শহরটিতে মূলত চার লাখের মতো মানুষ বসবাস করেন। এখন রাতারাতি এই শহরের লোকসংখ্যা বেড়ে ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি, গাজার পূর্ব দিক থেকেও এসেছেন অনেকে, যারা ২০১৪ সালের যুদ্ধে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকেরই আশ্রয় এবং খাবারের প্রয়োজন, এবং সেটা কতদিন ধরে দরকার হবে কেউ জানে না।

গাজার সীমিত যে সম্পদ রয়েছে সেটাও দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এটি এমন এক শহর যা ইতিমধ্যেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।

আর এখন জনস্রোত এতোটাই বড় আকার নিয়েছে যে সবকিছু ভেঙে পড়তে শুরু হয়েছে। এখানকার প্রধান হাসপাতালটি আগে থেকেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে ভুগছিল। এখন এখানে শুধু অসুস্থ ও আহতরাই আসছেন না বরং হাসপাতালটি উত্তরাঞ্চল থেকে আসা এই মানুষগুলোর আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

বাস্তুচ্যুত এই মানুষেরা হাসপাতালের করিডোরে লাইন ধরে অপেক্ষা করছেন। আর চিকিৎসকরা ইসরায়েলি বোমার আঘাতে আহত নতুন এই মানুষদের সেবায় কাজ করছেন।

তাদের আহাজারি আর প্রার্থনার স্বরে ভারী হয়ে পড়েছে আশেপাশের বাতাস।

এখানে আসার জন্য আপনি কোন মানুষকে দোষ দিতে পারবেন না।

কারণ যুদ্ধের সময়ে হাসপাতালগুলো আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সুরক্ষিত সবচেয়ে নিরাপদ স্থানগুলোর মধ্যে একটি।

এমন কিছু ব্যবস্থার কারণে হাসপাতালের এই আহত মানুষগুলো সম্ভবত ভাগ্যবান, অন্তত এখনকার মতো ভাগ্যবান বলাই যায়।

চিকিৎসকরা বলছেন যে, নতুন হতাহতের স্রোত সামাল দেয়ার মতো তাদের কাছে প্রায় কিছুই নেই। রোগীদের জন্য দিনে জনপ্রতি তিনশ মিলিলিটার জল সরবরাহ করা হয়। শরণার্থীরা তার কিছুই পায় না।

তবে খান ইউনিসের বাসিন্দারা নতুন আসা এই মানুষদের সাদরে গ্রহণ করেছে। খান ইউনিস আগে থেকেই বেশ ঘনবসতি এলাকা অর্থাৎ অনেক মানুষ অল্প জায়গায় বসবাস করতেন।

কাপড় ঝোলানো।

মা এবং দাদিরা উঠোনে না হলে পার্কের বেঞ্চে রান্না করছেন কারণ তাদের ক্ষুধার্ত শিশুরা অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু যখন আর কোন জায়গা থাকে না - এবং আসলেই কোন জায়গা থাকে না - তখন এই মানুষগুলো অনিবার্যভাবে রাস্তায় ছিটকে পড়ে।

গাজার এই শহরের অলিগলি এবং আন্ডারপাসগুলো মানুষে মানুষে ছেয়ে গিয়েছে। ধুলা, ময়লা, এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এই মানুষগুলো জীবনযাপন করছে, ঘুমাচ্ছে।

তারা অপেক্ষা করছে আরও ভাল কিছুর জন্য, যে অপেক্ষার প্রহর হয়তো কখনোই ফুরাবে না। এখানে খাদ্য সীমিত, জ্বালানী সীমিত, দোকানপাটে কোথাও কোন জল নেই। জলের স্টেশনগুলোই একমাত্র ভরসা, সব মিলিয়ে এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতি।

আর এই শহর যে হামলা থেকে নিরাপদ, সেটাও বলা যাবে না। এখানেও নিয়মিত বোমা হামলা হচ্ছে। পালিয়ে আসা মানুষগুলো এখনও একটি যুদ্ধক্ষেত্রেই আছে। ধসে পড়া ভবন ও আবর্জনার স্তূপ রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

হামাস যখন ইসরায়েলের ভেতরে হামলা চালাচ্ছিল তখন আমি হাসপাতালের কাছাকাছি ইসরায়েলি রকেট হামলার শব্দ শুনতে পাই।

কারণ হামাস ওই হামলার মাধ্যমে ইসরায়েলকে প্রতিশোধমূলক হামলার চালানোর খোলা আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

ইসরায়েলি ড্রোনগুলো এখনও গুঞ্জন তুলে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য খুঁজছে।

এরপর বোমা পড়ছে, ভবনগুলো ধসে যাচ্ছে। এবং মর্গ এবং হাসপাতালগুলো আরও মানুষে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

আজ সকালে আমার পরিবারের বাড়ির কাছে একটি বোমা পড়ে। সমস্ত টেলিফোন পরিষেবা বন্ধ বা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার কারণে, আমার ছেলের সাথে যোগাযোগ করতে ২০ মিনিট সময় লেগে যায়।

মানুষ এভাবে বাঁচতে পারে না।

গাজায় ইসরায়েলি অভিযান যেকোনো সময় শুরু হতে পারে।

আমি আমার আবাসস্থল গাজায় এ নিয়ে চারটি যুদ্ধ কভার করেছি। আগে কখনো এতোটা মানবেতর পরিস্থিতি দেখিনি।

আগের যুদ্ধগুলো যত খারাপই হোক না কেন, আমি কখনো এক জায়গায় এতো মানুষকে ক্ষুধা বা পিপাসায় মরতে দেখিনি। এটি এখন এখানকার বাস্তবতা।

গাজা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র বিকল্প হল মিশরের রাফাহ সীমান্ত দিয়ে ওই পারে যাওয়া, কিন্তু ওই রাফাহ ক্রসিংও, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কায়রো জানে যে ওই সীমানা খুলে দিলে একটি নতুন মানবিক বিপর্যয়ের সূচনা হবে। রাফাহ থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অন্তত ১০ লাখ উদ্বাস্তু গাজাবাসী এখন অপেক্ষায় আছে। সীমানা একবার খুলে দিলে এখানে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। আমি ২০১৪ সালে একই পরিস্থিতি দেখেছিলাম, যখন হাজার হাজার মানুষ যুদ্ধ থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিল। এখনকার পরিস্থিতি আরও অনেক খারাপ - এমনটাই আশঙ্কা করছে মিশর। সীমানা খুলে দিলে মানুষের স্রোত সীমান্তে আছড়ে পড়বে যা আরেক ধরনের বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে।